POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

(سورۃ البقرۃ:46)

এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3 গ্রাহক চাঁদা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 6

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার ৮ই ফেব্রুয়ারী, 2018 21 জামাদিল আওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমার আত্মা ধ্বংস হওয়ার নয় আর আমার প্রকৃতিতে ব্যর্থতার লেশমাত্র নেই। আমাকে সেই সাহস ও নিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে যার সম্মুখে পাহাড় তুচ্ছ।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

হে নির্বোধেরা! আমার পূর্বে কোন সত্যবাদি ধ্বংস হয়েছে যে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব? কোন সত্যবাদি ও বিশ্বস্তকে খোদা তা'লা লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যু দিয়েছে যে তিনি আমার বিনাশ করবেন? অবশ্যই স্মরণ রেখ! এবং ভাল করে শুনে নাও! আমার আত্মা ধ্বংস হওয়ার নয় আর আমার প্রকৃতিতে ব্যর্থতার লেশমাত্র নেই। আমাকে সেই সাহস ও নিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে যার সম্মুখে পাহাড় তুচ্ছ। আমি কাউকে পরোয়া করি না। আমি একাকী ও নিঃসঙ্গ ছিলাম আর এরূপ থাকায় আমি অসন্তুষ্ট নই। খোদা কি আমাকে পরিত্যাগ করবেন? কখনো পরিত্যাগ করবেন না। তিনি কি আমাকে ধ্বংস করে দিবেন? কখনো ধ্বংস করবেন না। শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে আর বিদ্বেষপরায়ণরা লজ্জিত হবে। খোদা স্বীয় বান্দাকে প্রত্যেক ময়দানে জয়যুক্ত করবেন। আমি তাঁর সঙ্গে রয়েছি আর তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন। কোন বস্তু আমাদের বন্ধন ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না। তাঁর সম্মান ও প্রতাপের কসম! ইহকাল ও পরকালে আমার জন্য এর থেকে প্রিয় বস্তু নেই যে, তাঁর ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হোক এবং তাঁর জ্যোতিবির্কাশ ঘটুক এবং তাঁরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। কোটি কোটি বিপদ হলেও তাঁর কৃপায় আমি বিপদাপদের ভয়ে ভীত নই। পরীক্ষার ময়দানে এবং দুঃখ-কষ্টের জঙ্গলে আমাকে শক্তি প্রদান করা হয়েছে।

(আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩)

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান: সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট (সূচনা থেকে ১২৬তম বছর)

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান দারুল আমানে ১২৩ তম বাৎসরিক জলসার সফল ও বরকতময় আয়োজন

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সমাপনী ভাষণ

*** ৪৪ টি দেশের প্রতিনিধি জলসায় অংশ গ্রহণ করেছে। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২০,০৪৮ * হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ অনুষ্ঠানে লন্ডনে ৫,৩০০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। * তাহাজ্জুদের নামায, দরসুল কুরআন এবং যিকরে ইলাহীতে আকাশ বাতাস সুরভিত হয়ে উঠেছিল। * জামাতের আলেমদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান। * সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের পরিচিতিমূলক ভাষণ। * দেশী ও বিদেশী ভাষায় অনুষ্ঠানের অনুবাদ সম্প্রচার* জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তী বিষয় সম্বলিত তথ্যচিত্র ও বিভিন্ন জ্ঞানমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন * ৩২ টি নিকাহর ঘোষণা * প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রকাশ * মনোরোম আবহাওয়ায় জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন * ২০ থেকে ২২ শে ডিসেম্বর আরবী অনুষ্ঠান 'ইসমাউ সাউতাস সামা জা আল মসীহ জা আল মসীহ' অনুষ্ঠান কাদিয়ানের এম.টি.এ স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচার * ৩রা জানুয়ারী থেকে ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত The Messiah of the age শীর্ষক অনুষ্ঠান আফ্রিকার মানুষদের জন্য সম্প্রচার।**

(দ্বিতীয় পর্ব)

(প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশন) (অবশিষ্টাংশ)

নিজের ভাষণের শেষে তিনি সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ২০১৭ সালের ৮ ই ডিসেম্বর তারিখে প্রদত্ত খুতবা জুমার একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। হুযুর বলেন: আমাদের তবলীগি তৎপরতার মধ্যে একটি ধারাবাহিতা থাকা আবশ্যক। বছরে দুই একবার করে দশ দিনের তরবীয়তী বা তবলীগি অনুষ্ঠান উদযাপন করা বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে লিটেরেচার বিতরণ করেই তবলীগের ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা উচিত নয়। ..... আল্লাহ্ তা'লা প্রজ্ঞা, সদুপদেশ এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে তবলীগ করার আদেশ দিয়েছেন। সেই আদেশ পালন করা এবং তার মধ্যে স্থায়ীত্ব নিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এর পরিণাম বহন করা আমার কাজ। কে পথভ্রষ্ট থাকবে আর কে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে- সে কথা কেবল আল্লাহ্ তা'লা জানেন। .....আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা কেবল এতটুকুই জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমরা বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলে কি না? কে হিদায়াত লাভ করবে আর কে করবে না সে কথা কেবল আল্লাহ্ তা'লাই জানেন। আমরা যদি নিজেদের কর্তব্য পালন করি তবে মৃত্যুর পর জগতবাসী অন্ততঃ একথা বলতে পারে না যে, আমরা তো ইসলামের বাণীই পাই নি।

এর পর দুইয়ের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যতা প্রকাশের জন্য সর্বপ্রথম দিকটি হল তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও এবং দ্বিতীয় দিকটি হল এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ পৃথিবীর সামনে তুলে ধর।" তিনি বলেন: অতএব তবলীগের জন্যও নিজের অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন আনা আবশ্যক। মানুষ যখন একজন প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে ওঠে, তখন তার দিকে মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি হবে না এমনটি সম্ভবই নয়। দৃষ্টান্ত দেখেই মানুষ আকৃষ্ট হয়। আর এভাবে যথারীতি তবলীগের পূর্বেই তবলীগের পথ উন্মোচিত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই অনুসারে চলার তৌফিক দান করুন। এই বক্তব্যের পর জলসার প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

(প্রথম দিন, দ্বিতীয় অধিবেশন)

যোহর ও আসরের নামাযের পর দিনের দ্বিতীয় অধিবশেন বেলা ২টা ১৫ মিনিটে আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মাননীয় ইনাম গৌরী সাহেব, নাযির আলা ও আমীর জামাত কাদিয়ান। অধিবেশনের সূচনা হয় তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় তারিক আহমদ তারিক সাহেব। তিনি সূরা সাফ-এর ৭-১০ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং মাননীয় এম. নাসের আহমদ সাহেব, নায়েব নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ কাদিয়ান তিলাওয়াত কৃত আয়াতের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক মাননীয় নাসরুম মিনাল্লাহ্ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন।

'নিশাঁ কো দেখ কর ইনকার কব তক পেশ জায়েগা। আরে এক আওর ঝুটোঁ পর কিয়ামত আনে ওয়ালি হ্যা

এই অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য দান করেন মাননীয় ইনায়েতুল্লাহ্ সাহেব, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল ' বর্তমান যুগে কুরআনীয় শিক্ষার গুরুত্ব এবং জামাতের সদস্য ও পদাধিকারদের দায়িত্ব'। তিনি সূরা জুমার ৩ ও ৪ নং আয়াত উপস্থাপন করে তার অনুবাদ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন: এই আয়াত দুটিতে সৈয়্যাদানা হযরত আকদস মহম্মদ (সা.)-এর দুটি আবির্ভাব এবং তাঁর উপর ন্যস্ত থাকা সেই সকল মহান দায়িত্বাবলীর উল্লেখ রয়েছে যা তাঁর উপর অবতীর্ণ হওয়া কুরআন রূপী মহান শরিয়তের প্রত্যেক যুগে প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করে। তাঁর প্রথম আবির্ভাব আরবদের মাঝে সেই যুগে হয়েছিল যখন সর্বব্যাপী অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতার রাজত্ব ছিল আর মানবতা ধ্বংসের কিনারায় এসে পৌঁছেছিল। কুরআন মজীদের এর চিত্র এই ভাষায় অঙ্কন করা হয়েছে-

যাহারাল ফাসাদু ফিল বিররে ওয়াল বাহ্‌রে। অর্থাৎ জল-স্থলে সর্বত্র অরাজকতা বিরাজ করছিল। এই ঘোর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) কুরআন করীম রূপে সেই পূর্ণ ও শেষ শরিয়য়ের মাধ্যমে এবং খোদা প্রদত্ত পবিত্রকরণ শক্তি দিয়ে মানুষকে পবিত্র করলেন এবং তাদের মধ্যে এক মহান বিপ্লব সাধন করলেন।

তিনি কুরআন মজীদ, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণের উদ্ধৃতির আলোকে কুরআনী শিক্ষার গুরুত্ব ও আবশ্যকতার উপর আলোকপাত করেন। তিনি সৈয়্যাদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০০৪ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত জুমার খুতবায় বলেন: প্রত্যেক আহমদীকে এবিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে, সে নিজে এবং তার স্ত্রী-সন্তানরাও যেন কুরআন করীম পাঠ করার প্রতি মনোযোগী হয় এবং তারপর অনুবাদ ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ব্যাখ্যা পাঠ করে। তিনি বলেন: আমরা যদি কুরআন করীমকে এভাবে না পড়ি তবে তা চিন্তার বিষয়। প্রত্যেকের নিজের নিজের বিষয়ে চিন্তা করা দরকার যে, আহমদী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার পর এই বিষয়টি অমান্য করে আহমদীয়াত থেকে সে দূরে সরে যাচ্ছে না তো? তিনি বলেন: অতএব প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমরা যা কিছু অর্জন করব তা কুরআন মজীদের কল্যাণেই অর্জন করব আর বিধি-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৭ সালের ২৩ শে জুন প্রদত্ত খুতবা জুমায় জামাতের পদাধিকারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন: এছাড়াও রমযানে বিশেষভাবে কুরআন মজীদ পাঠ করার বা শোনার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। অনেকে এই সময়ে অন্ততঃপক্ষে একবার কুরআন করীম পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করেন। কেননা এটি সুন্নতও বটে; কিন্তু এর পাশাপাশি এটি যেন এর দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, এখন থেকে আমরা প্রতিদিন কিছুটা অংশ তিলাওয়াত করার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে নামাযের বিভিন্ন সময়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেখানে তিনি এও বলেছেন যে- وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۚ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا অর্থাৎ ফজরে তিলাওয়াতকে গুরুত্ব দাও। নিঃসন্দেহে ফজরে কুরআন পড়া এমন বিষয় যার সাক্ষ্য দেওয়া হয়। অতএব কুরআন করীমের তিলাওয়াত কেবল বিশেষ কিছু দিনের জন্যই সীমাবদ্ধ করা হয় নি, বরং নামাযের সঙ্গে এর উল্লেখ করে এর গুরুত্ব স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অতএব তিলাওয়াতের পাশাপাশি এর অর্থ বোঝাও আবশ্যক। এর অনুবাদ পড়া জরুরী যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধ সম্পর্কেও অবগত হতে পারি। আর বর্তমান যুগে তো বিশেষ করে এটি পাঠ করা উচিত যখন কি না মুসলমান হিসেবে পরিচয়দানকারীরা এর শিক্ষাকেই ভুলে বসেছে। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা'লা সকলকে বিশেষ করে জামাতের পদাধিকারীদেরকে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নির্দেশাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে 'তালিমুল কুরআন'-এর বিষয়ে আমাদের দায়িত্বাবলী সঠিক অর্থে পালনের তৌফিক দান করুন। (আমীন)

অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্যটি রাখেন মাননীয় মহম্মদ হামীদ কাউসার সাহেব, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ মারকাযিয়া কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'সহিষ্ণুতা ও উদ্যমশীলতার আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী। তিনি সূরা সাফ-এর ৭ নং আয়াত পাঠ করার পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই পঙক্তিটি পাঠ করেন-

গালিয়াঁ শুন কে দুয়া দো পাকে দুখ আরাম দো। কিবার কি আদাত জো দেখো তুম দিখাও ইনকিসার। গালিয়াঁ শুন কার দুয়া দেতা হুঁ উন লোগোঁ কো রহম হ্যায় জোশ মে অউর গায়েয ঘাটায়া হামনে।'

অর্থাৎ গালি শুনে দোয়া দাও, দুঃখ পেয়ে সুখ দাও। যেখানেই তুমি অহমিকা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ দেখ সেখানে বিনয় প্রদর্শন কর।

গালি শুনে আমি তাদেরকে দোয়া দিই, আমার করুণা উথলে পড়ছে আর নিজের ক্রোধকে আমি প্রশমিত করেছি।

তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সহিষ্ণুতা সম্পর্কে একাধিক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা উপস্থাপন করেন। একটি ঘটনা এইরূপ: মির্যা ইমাম দ্বীন এবং নিযাম দ্বীন ১৯০০ সালের ৫ই জানুয়ারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর সাহাবাগণকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ মুবারক-এর নীচের গলি পথটির মাঝামাঝি প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দেয়। যার ফলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.), তাঁর সাহাবাগণ এবং অতিথিদেরকে মসজিদে মুবারক আসার জন্য অন্য একটি পেঁচানো ও দুর্গম পথ ধরতে হত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর সাহাবাগণকে মির্যা ইমাম দ্বীনের কাছে রাস্তা বন্ধ না করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে পাঠান। কেননা এর ফলে অতিথিদের অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তিনি এই প্রস্তাব দেন যে, আপনি আমার অন্য কোন জায়গা দেখে সেটি দখল করুন। মির্যা ইমাম দ্বীন একথা শুনেই অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে এবং বলে যে- সে [অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]নিজে কেন আসে নি? আমি কি তোমাদেরকে চিনি? এরপর ব্যঙ্গের স্বরে বলে যে, যবে থেকে ওহী লাভ করতে শুরু করেছে, জানি না তার কি হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-জেলার মূখ্য প্রশাসক ও গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনারের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে নিজের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন; কিন্তু ডি.সি-র আচরণও অত্যন্ত বিরোধীতাপূর্ণ সাব্যস্ত হল। যখন এই সমস্যা সমাধানের সমস্ত পথ রুদ্ধ মনে হচ্ছিল, সেই সময় তিনি গুরদাসপুরের জেলা শাসকের আদালতে মামলা দায়ের করেন। ১৯০১ সালের ১২ ই আগস্ট এই মামলার রায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পক্ষে ঘোষিত হয়। জেলা শাসক মির্যা ইমাম দ্বীনের মামলা খারিজ করে দেন এমনকি তাকে একশ টাকার জরিমানাও করা হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উকিল হুযুরের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে তাঁর অজ্ঞাতে খরচের বিষয় নিয়ে মামলা দায়ের করিয়ে দেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই সময় গুরদাসপুরে অবস্থান করছিলেন। কাদিয়ানে তাঁর অনুপুস্থিতিতে সরকারের লোক আসে। মির্যা ইমাম দ্বীন সেই সময় মারা গিয়েছিল। মির্যা নিযাম দ্বীন সাহেব জীবিত ছিলেন; কিন্তু তার অবস্থা এমন ছিল যে সেই প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে অপারগ ছিলেন। এই কারণে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে সেই অর্থ ক্ষমা করে দেওয়া আর্জি জানান।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন একথা জানতে পারলেন, তিনি বললেন, রাত্রিতে আমার ঘুম আসবে না। অবিলম্বে কাদিয়ানে লোক পাঠানো হোক যে সেখানে বলবে যে, আমি খরচের অর্থ ক্ষমা করে দিয়েছি। তৎসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তাঁর অজ্ঞাতে ডিগ্রি করার আদেশ কাদিয়ান পৌঁছেছে।

তিনি (আ.) নিজের অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে বলেন: আমি শপথ করে বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি যে আমাকে হাজারো বার দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী বলে থাকে আর আমার বিরোধীতায় চেষ্টার কোন ত্রুটি না রেখে থাকে- এমন ব্যক্তি যদি মীমাংসা করতে ইচ্ছুক হয় তবে আমার মনে এই চিন্তারও উদয় হয় না আর আসতেও পারে না যে, সে আমাকে কি বলেছিল আর আমার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিল।

জুমআর খুতবা

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কাদিয়ানের জলসা সালানা আরম্ভ হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, জলসার ৩ দিন যেন নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হয়। যে লক্ষ্য নিয়ে জামা'তের নিবেদিত প্রাণ সদস্যরা এই জলসায় যোগদানের জন্য এসেছেন সেই লক্ষ্য যেন তারা অর্জন করতে পারেন।

জলসা অংশ গ্রহণের মহান উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে জামাতের সদস্যদের প্রতি উপদেশাবলী

আজকে মসীহ্ মওউদের মান্যকারীদের দোয়া এই পৃথিবীর একান্ত প্রয়োজন

দোয়ার বিষয়টি এমন একটি বিষয়, যার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অগণিত স্থানে বিভিন্ন বৈঠকে এবং তাঁর রচনাবলীতেও উল্লেখ করেছেন। দোয়া কি আর দোয়ার জন্য কি অবস্থা অবলম্বন করা উচিত, দোয়া কীভাবে গৃহীত হতে পারে? আর দোয়াই সব সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে। এই সম্পর্কে যেভাবে আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছেন আর এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর বলেছেন যে, দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ কর।

দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমস্ত ব্যক্তিগত মনোমালিন্য এবং পঙ্কিলতা ঝেড়ে ফেলা। খোদার খাতিরে অনুনয়-বিনয়ের সাথে নিজের পাপের ক্ষমাও চাওয়া উচিত আর ভবিষ্যতে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্যও চাওয়া উচিত।

দোয়ার জন্য ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা আবশ্যক। এছাড়া এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক যে, সকল প্রকার উৎকণ্ঠার অবস্থায় খোদার সত্তাই কাজে আসে। তিনিই দোয়া গ্রহণ করেন এবং বান্দাকে সাহায্য করেন।

দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার জন্য মানুষের প্রতিদিন পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করাও আবশ্যক

এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা যা বোঝা দরকার। আমাদের দোয়া যখন একটা বিশেষ পর্যায় পৌঁছাবে, সেই মানে উপনিত হবে যা আল্লাহ্ চান তখন সব মিথ্যাবাদী নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুসলেমার দৃষ্টি উন্মোচন করুন, তারা যেন খোদার প্রেরিত ব্যক্তির বিরোধিতা থেকে বিরত হয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী ও সহায়ক হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও প্রকৃত অর্থে দোয়া করার তৌফিক দান করুন, বিশেষ করে কাদিয়ানের জলসায় যোগদানকারীদের দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এই জলসায় অংশগ্রহণ, তাদের মাঝে যেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত ২৯ শে ডিসেম্বর , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২৯ ফতাহ , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কাদিয়ানের জলসা সালানা আরম্ভ হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, জলসার ৩ দিন যেন নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হয়। যে লক্ষ্য নিয়ে জামা'তের নিবেদিত প্রাণ সদস্যরা এই জলসায় যোগদানের জন্য এসেছেন সেই লক্ষ্য যেন তারা অর্জন করতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল খোদা তা'লার সমীপে দোয়া করা। নিজেদের জ্ঞানগত এবং কর্মের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা, আল্লাহ্‌র সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় করা, এই উদ্দেশ্যে জলসার অনুষ্ঠানমালায় যোগদান করা, সেগুলো শোনা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে লাভবান হওয়া, দোয়ার প্রতি একটি বিশেষ আগ্রহের সাথে মনোযোগ নিবদ্ধ করা আর দোয়া শুধু নিজের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা নয় বরং জামা'তের উন্নতির জন্য বিশেষ দোয়া করা, আর জামা'তের বিরোধী, যারা জামা'তকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য পৃথিবীর যেখানে যেখানে ষড়যন্ত্র আঁটছে তা ব্যর্থ করার জন্য খোদার বিশেষ সাহায্য এবং সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে দোয়া করা। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকল অনিষ্ট থেকে আমাদের নিরাপদ রাখুন। এই হল জলসার উদ্দেশ্য। একইভাবে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার উন্নতির জন্য আর খোদা ও তাঁর রসূলের নামে কিছু শ্রেণীর মানুষ এবং সরকার যে সমস্ত কাজ বা অপকর্ম করছে বা যে অন্যায় করছে আর মুসলমান যেভাবে মুসলমানের শিরোচ্ছেদ করছে, যেভাবে তাদের হত্যা করা হচ্ছে, তাদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে, তাদের ধ্বংস করা হচ্ছে- তাদের জন্য দোয়া করাও আজকে আমাদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব। কেননা, আল্লাহ এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে সকল পক্ষ এই অন্যায় করছে আর এসব জুলম এবং অন্যায়ের কারণে অমুসলিম বিশ্বে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর নামের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হচ্ছে। আর এসব কথা শুনে আমরা আহমদীদের হৃদয়ই ক্ষত-বিক্ষত হয়। তাই এ উদ্দেশ্যেই আমাদের দোয়া করা উচিত আর বিশেষ করে যারা বর্তমানে রসূলে করীম (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বসতিতে সমবেত হয়েছেন, তাদের ব্যক্তিগত এবং সমবেত দোয়াতে এসব লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা উচিত। আর একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য দোয়া করুন। সেই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল মুসলমানদের সত্যপথ প্রাপ্তি। একইভাবে অমুসলিমদেরকে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের সামনে প্রমাণ করে ইসলামের ক্রোড়ে এবং মহানবী (সা.) এর পতাকা তলে তাদেরকে নিয়ে আসা এবং একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। সার্বিকভাবে পৃথিবীর সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র মানবজাতিকে বিবেক বুদ্ধি দিন এবং তারা যেন ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হওয়া থেকে

রক্ষা পায়। আজকে মসীহ্ মওউদের মান্যকারীদের দোয়া এই পৃথিবীর একান্ত প্রয়োজন।

তাই কাদিয়ানবাসী, যারা জলসায় যোগ দিচ্ছেন তাদেরকে বিশেষ করে আর সার্বিকভাবে জামা'তকে বলব যে, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে বিবেক বুদ্ধি দিন, কাণ্ড-জ্ঞান দান করুন, তারা যেন এ সত্য বুঝতে পারে যে, খোদার প্রেরিত মহাপুরুষকে মানা ছাড়া এদের কোন মুক্তি নেই আর তাদের অস্তিত্বের কোন নিশ্চয়তাও নেই। নববর্ষে তারা যখন প্রবেশ করবে তারা যেন এই চেতনা নিয়ে প্রবেশ করে। খোদা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান দান করুন।

যাইহোক, দোয়ার বিষয়টি এমন একটি বিষয়, যার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অগণিত স্থানে বিভিন্ন বৈঠকে এবং তাঁর রচনাবলীতেও উল্লেখ করেছেন। দোয়া কি আর দোয়ার জন্য কি অবস্থা অবলম্বন করা উচিত, দোয়া কীভাবে গৃহীত হতে পারে? আর দোয়াই সব সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে। এই সম্পর্কে যেভাবে আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছেন আর এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর বলেছেন যে, দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ কর। এ সম্পর্কে আমি তাঁর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব।

দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য একটি মৌলিক এবং নীতিগত কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "যতক্ষণ বক্ষ পরিষ্কার না হবে দোয়া গৃহীত হয় না। যদি কোন জাগতিক বিষয়ে এক ব্যক্তির প্রতিও তোমার বক্ষে হিংসা এবং বিদ্বেষ থাকে তাহলে তোমার দোয়া গৃহীত হতে পারে না। এই কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত আর জাগতিক কারণে কারো প্রতি কখনও বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। এ পৃথিবী বা এর উপকরণ কি-ই বা গুরুত্ব রাখে যে এর জন্য তোমরা কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে?

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৭-২১৮)

অতএব, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমস্ত ব্যক্তিগত মনোমালিন্য এবং পঙ্কিলতা ঝেড়ে ফেলা। খোদার খাতিরে অনুনয়-বিনয়ের সাথে নিজের পাপের ক্ষমাও চাওয়া উচিত আর ভবিষ্যতে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্যও চাওয়া উচিত। আজকে আহমদীয়াতের বিরোধীরা নিজেদের বিরোধিতাপূর্ণ অপকর্মের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে খোদা তা'লার দরবারে নিজেদের দোয়ার সাথে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। মানুষ যখন আকুল হয়ে ব্যাকুল চিত্তে খোদা তা'লার সামনে সেজদাবনত হয়, তাঁর কাছে যাচনা করে খোদাও তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তাই এ রীতি আমাদের সামনে রাখা উচিত। আর কখনও এ বিষয়ে আমাদের উদাসীন হলে চলবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- " কতক লোক এমন আছে যারা এক কানে শুনে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। এসব কথাকে হৃদয়ে তারা প্রবেশ করতে দেয় না। যত উপদেশই দাও না কেন তাদের ওপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা কারোর মুখাপেক্ষী নন। যতক্ষণ পর্যন্ত অজস্র ধারায় এবং বার বার ব্যাকুল চিত্তে দোয়া করা না হবে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। দেখ, কারো স্ত্রী-সন্তান অসুস্থ হলে বা কেউ ভয়াবহ দু:খ এবং সমস্যার সম্মুখীন হলে সে কতটা ব্যাকুল এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। তাই দোয়াতে সত্যিকার আকুলতা এবং বেদনা যতক্ষণ সৃষ্টি না হবে সেগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে প্রভাব শূন্য এবং অনর্থক কাজ।"

আর দোয়ায় ব্যকুলতা সৃষ্টির জন্য আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য পূর্বে যেভাবে তিনি রীতি বর্ণনা করেছেন যে, হৃদয়ের পঙ্কিলতা দূর করতে হবে। দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আকুলতা এবং ব্যাকুলতা হল শর্ত। (একটি শর্ত হল নিজের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা, দ্বিতয়টি হল ব্যাকুলতা।) যেভাবে তিনি বলেন- أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (সূরা আন্ নামল: ৬৩)"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

অর্থাৎ কে আছে যে ব্যাকুল অবস্থার দোয়া কবুল করেন এবং কষ্ট দূরীভূত করেন যখন তাঁকে ডাকা হয় । অতএব, দোয়ার জন্য ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা আবশ্যক। এছাড়া এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক যে, সকল প্রকার উৎকণ্ঠার অবস্থায় খোদার সত্তাই কাজে আসে। তিনিই দোয়া গ্রহণ করেন এবং বান্দাকে সাহায্য করেন। অতএব, কাদিয়ান বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি যে, আজকাল সমস্ত আহমদীরা বিশেষ করে যারা বাইরে থেকে এসেছেন তারা যে বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিবেশে মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর জনপদে বসবাস করছেন, কিছু সময় সেখানে অতিবাহিত করছেন, তারা নিজেদের নামায এবং নফলে এমন এক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করুন যাকে বলা হয় ব্যাকুলতা। আর সার্বিকভাবে পুরো জামা'তের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। চলাফেরায় সেখানকার লোকদেরকে বিশেষ করে অনর্থক কথায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে বেশিরভাগ সময় দোয়া এবং খোদার স্মরণে অতিবাহিত করা উচিত। ব্যাকুল হয়ে খোদার কাছে সেজদাবনত হন, যাতে যেখানেই আহমদীদের জন্য কষ্টকর পরিস্থিতি রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা যেন নিজ অনুগ্রহে এর উত্তরণ করেন এবং শত্রুকে ব্যর্থ করেন।

ব্যাকুল অবস্থা এবং দোয়ার বাস্তবতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন- "এ কথা মনে করো না যে, কেবল মুখে বিড়বিড় করাকেই দোয়া বলা হয়। বরং দোয়া এক প্রকার মৃত্যু। যার পর জীবন লাভ হয়। যেভাবে পাঞ্জাবিতে একটা প্রবাদ রয়েছে, 'জো মাঙ্গে সো মর রাহে, মরে সো মঙ্গন যা' (যার অর্থ হল যে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে সে মৃত ব্যক্তির মত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে ভিক্ষা চায় তার অবস্থা এমন হয়ে থাকে যেন সে মৃত, তার সত্ত্বা, তার আমিত্ব সবকিছুকে সে পদদলিত করে। নিজ সত্ত্বাকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে সে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে। এমন অবস্থায় মানুষের দোয়া গৃহীত হয়।) তিনি (আ.) বলেন, দোয়ায় এক আকর্ষণ শক্তি রয়েছে, সেটি কল্যাণরাজি এবং কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে নিজের প্রতি। "

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬২)

দোয়ার গুরুত্ব, দোয়া এবং নফলের প্রতি মনোযোগ এবং খোদার কৃপারাজির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

"আমরা একথা বলে থাকি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবারে আকুতি-মিনতি করে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা এবং তাঁর আদেশ নিষেধকে সম্মান ও মাহত্মের দৃষ্টিতে দেখে, (এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত সীমারেখাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা। সেই সীমারেখা কি, যা আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন ? এই সমস্ত আদেশ-নিষেধের শিক্ষা কুরআনে উল্লেখ আছে। এগুলোকে সম্মানের দৃষ্টিতে, মাহাত্মের দৃষ্টিতে দেখতে হবে।) কোন একটিকে তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন মনে করে না এবং তাঁর প্রতাপে ভীতত্রস্ত হয়ে নিজের সংশোধন করে। (এটিও বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্র যদি অবাধ্য হই তাহলে শাস্তি পেতে পারি। তাই এ কথা সামনে রেখে সে আত্মসংশোধন করে।) এমন ব্যক্তি অবশ্যই খোদার কৃপারাজি থেকে অংশ পাবে। তাই আমাদের জামা'তের উচিত, তাহাজ্জুদ পড়াকে আবশ্যক জ্ঞান করা। যে বেশি পড়তে পারে না, তার অন্তত দুই রাকাত পড়া উচিত। কেননা আর যাই হোক এর ফলে সে দোয়ার সুযোগ অবশ্যই পাবে।" তিনি (আ.) বলেন- " এই সময়ের দোয়ার একটা বিশেষ কার্যকারিতা রয়েছে, (তাহাজ্জুদের দোয়ায়) কেননা, তা সত্যিকার বেদনা এবং বিশেষ আবেগের সাথে নির্গত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ বেদনা হৃদয়ে সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ এক ব্যক্তি আরামদায়ক নিদ্রা থেকে কীভাবে জাগ্রত হতে পারে? এই সময়ে ঘুম থেকে উঠে যাওয়াই হৃদয়ে এক বেদনা সৃষ্টি কর, যার ফলে দোয়ায় এক প্রকার বিগলন এবং ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় আর এই আকুলতা আর ব্যাকুলতাই দোয়া গৃহীত হওয়ার কারণ হয়।"

তাহাজ্জুদের নামাযে, নফলে এক প্রকার ব্যাকুলতা আর আবেগঘন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেন যে, তিনি ব্যাকুল মানুষের দোয়া কবুল করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেন যে, এই ব্যাকুলতা আর উৎকণ্ঠাপূর্ণ অবস্থা তখন সৃষ্টি হতে পারে যখন মানুষ নিজের আরামকে বিসর্জন দিয়ে ইবাদতের জন্য জাগ্রত হয় কিন্তু উঠতে গিয়ে যদি আলস্য দেখায়, ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে তাহলে সেই বেদনা হৃদয়ে নেই। কেননা, ঘুম তো বেদনাকে দূরীভূতও করে; কিন্তু যখন সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন বোঝা যায় যে, ঘুমের চেয়েও বড় কোন বেদনা এবং দু:খ রয়েছে।" তিনি (আ.) বলেন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা আমাদের জামা'তের অবলম্বন করা উচিত। তা হল, বৃথা বাক্য ব্যায় থেকে মুখকে পবিত্র রাখা" (বাজে কথা বলা থেকে মুখকে পবিত্র রাখা। কারো আবেগ অনুভূতিতে আঘাত করবে না, কোন বাজে কথা বলবে না, বিশেষ করে সেখানে জলসার পরিবেশে এই কথার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত আর বেশিরভাগ সময় খোদার স্মরণে অতিবাহিত করা উচিত।) তিনি বলেন যে, "জিহ্বা মানুষের সত্তার প্রবেশদ্বার আর জিহ্বা বা মুখ পবিত্র রাখলে আল্লাহ্ তা'লা মানবরূপী সত্ত্বার প্রবেশদ্বারে এসে যান (অর্থাৎ ঘরের যে দরজা, মূখ্য প্রবেশ দ্বার সেটি হল জিহ্বা বা মুখ।) আল্লাহ্ যদি প্রবেশদ্বারে এসে যান তাহলে ভেতরে প্রবেশ করলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?" তিনি বলেন, "স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে জেনে শুনে মোটেই ঔদাসিন্য প্রদর্শন করা উচিত নয়। (আল্লাহ্র প্রাপ্য প্রদানের

ক্ষেত্রেও ঔদাসিন্য থাকা উচিত নয়। বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও ঔদাসিন্য প্রদর্শন করা উচিত নয়। উভয়টি দৃষ্টিপটে রাখ) যে এই সমস্ত বিষয় সামনে রেখে দোয়া করবে বা এভাবে বলা যেতে পারে যে, যাকে দোয়ার তৌফিক দেওয়া হবে, আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি যে, খোদা তার প্রতি কৃপা করবেন এবং সে রক্ষা পাবে। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন নিষেধ নয় বরং আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করার পূর্বে উটের পায়ে দড়ি বাঁধা আবশ্যক।" তিনি বলেন- "এর ওপর আমল করা উচিত। যেভাবে ইইয়াকা না'বুদ ওইয়াকা নাসতাঈন- থেকে প্রতিভাত হয়। কিন্তু স্মরণ রেখ যে, সত্যিকার পরিচ্ছন্নতা হল قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا (সূরা শামস, আয়াত: ১০) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দিবে আর এটিকে সে নিজের কর্তব্য হিসেবে মনে করবে। কিন্তু কেবল সেই ব্যক্তিই খোদার কৃপাভাজন হতে পারে যে দোয়া, তওবা এবং এস্তেগফারের ধারাকে অব্যাহত রাখে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ না করে।"

অতঃপর তিনি বলেন- " পাপ একটি বিষতুল্য যা মানুষকে ধ্বংস করে। আর খোদার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায়। পাপ থেকে কেবল খোদাভীতি এবং তাঁর ভালোবাসাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। [যদি খোদার ভালোবাসা এবং ভয় থাকে আর এটি জানা থাকে যে, আল্লাহ্ প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে দেখছেন কেবল তবেই মানুষ পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে।] তিনি (আ.) বলেন যে, অনবরত দোয়া করে যাও আর তওবা এবং এস্তেগফার কর। সেই দোয়াই কল্যাণকর হয়ে থাকে, যখন হৃদয় খোদার দরবারে বিগলিত হয় আর খোদা ছাড়া পরিত্রাণের অন্য কোন পথ চোখে পড়ে না । যে খোদার দিকে ধাবিত হয় আর ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধানে থাকে সে অবশেষে রক্ষা পায়।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৫-২৪৭ থেকে সংকলিত)

প্রকৃত দোয়া কি? এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন- "দোয়া দু'ধরণের হয়ে থাকে। এক সাধারণ দোয়া (যা সাধারণ মানুষ করে থাকে) আর দ্বিতীয়টি সেই দোয়া, যে দোয়াকে মানুষ পরম মার্গে পৌঁছায়। এই দোয়াই সত্যিকার অর্থে দোয়া আখ্যায়িত হয়। (অর্থাৎ মানুষ যেন দোয়াকে পরম মার্গে পৌঁছায়। যেন এক ব্যাকুল পরিস্থিতির অবতারণা হয়।) মানুষের উচিত, কোন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই দোয়া করতে থাকা। (কেবল সমস্যা দেখা দিলেই দোয়া করার রীতি ত্যাগ করা উচিত আর সমস্যা দেখা না দিলেও দোয়া করা উচিত।) কেননা, সে জানে না, খোদার অভিপ্রায় কি বা আগামীকাল কি হতে যাচ্ছে। তাই পূর্ব থেকেই দোয়া কর, যেন তোমাদের রক্ষা করা হয়। অনেক সময় সমস্যা এমনভাবে আঘাত হানে যে, মানুষ দোয়া করার সুযোগই পায় না। তাই পূর্বাহ্নেই যদি দোয়া করে রাখা হয় তাহলে সমস্যার সময়ে সেই দোয়া কাজে আসে। "

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২২-১২৩)

কুরআনের সূচনাও হয়েছে দোয়ার মাধ্যমে আর সমাপ্তিও হয়েছে দোয়াতেই। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

"খোদা তা'লা যে কুরআনের সূচনাও করেছেন দোয়ার মাধ্যমে আর সমাপ্তও করেছেন দোয়াতেই, (সূরা ফাতিহা একটি দোয়া আর কুরআন শরীফের সূরা নাসও একটি দোয়া।) এর অর্থ হল মানুষ এত দুর্বল যে, খোদার অনুগ্রহ ছাড়া সে কোনওভাবেই পবিত্র হতে পারে না। যতক্ষণ খোদার পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন না আসবে সে পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করতেই পারে না। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যাকে খোদা জীবিত করেন সে ছাড়া অন্যরা সবাই মৃত আর যাকে আল্লাহ্ হেদায়াত দেন সে ছাড়া বাকী সবাই পথভ্রষ্ট আর যাকে খোদা দৃষ্টি শক্তি দেন সে ছাড়া বাকী সবাই অন্ধ। বস্তুত একথা একান্ত সত্য যে, যতক্ষণ খোদার কৃপারাজি লাভ না হয়, এই দুনিয়ার মোহ গলার হার হিসেবে ঝুলে থাকে। এটি থেকে সেই মুক্তি পায় যার ওপর আল্লাহ কৃপা করেন। কিন্তু খোদার কৃপারও সূচনা হয় দোয়ার মাধ্যমে। "

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬২)

এরজন্য দোয়াই করতে হবে।

পুনরায় মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন যে, কুরআনে পরিস্কারভাবে লেখা আছে قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (আল-মো'মেনুন, আয়াত: ৩-২) অর্থাৎ দোয়া করতে করতে মানুষের হৃদয় যখন গলে যায় আর খোদার আস্তানায় নিষ্ঠা এবং সততার সাথে সেজদাবনত হয় আর তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যায়, সমস্ত চিন্তা-ধারা ত্যাগ করে তাঁরই কাছে কল্যাণ এবং সাহায্য চায়, এতটা একাগ্রতা অর্জন হয় যে, এক প্রকারের বিগলন এবং বেদনা সৃষ্টি হয় আর তার জন্য সফলতার দ্বার উন্মোচিত হয়। (যদি ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়, হৃদয় যদি গলে যায়, কোমলতা সৃষ্টি হয়) "তবেই সাফল্যের দার উন্মোচিত হয়।" (কাদ আফলাহাল মু'মিনুন" মু'মিন সফলকাম হয়, যারা নিজেদের নামায ভয়-ভীতির সাথে আদায় করে, পরম বিনয়ের সাথে নামায পড়ে, ব্যাকুলতা তাদের ওপর ছেয়ে যায়) তিনি (আ.) বলেন, তখন সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হয় যার মাধ্যমে জাগতিকতার মোহ শীতল হয়ে যায়, কেননা দুই ভালোবাসা সহাবস্থান করতে পারে না। যেভাবে লেখা আছে যে, (ফার্সি পঙক্তি যার অর্থ হল)- খোদাকেও চাইবে আর হীন দুনিয়াও লাভ হবে এটি উন্মাদের ধারণা বৈ কি!

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৩)

তুমি খোদাকেও সন্ধান করবে আর হীন দুনিয়ার মোহেও আচ্ছন্ন হবে এটি অসম্ভব ধারণা, এটি উন্মাদনা। এটি উন্মাদের ধারণা, হ্যাঁ, খোদাকে সন্ধান করলে জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই লাভ হবে; কিন্তু শুধু বস্তুবাদিতার পিছনে ছুটলে খোদাকে পাওয়া যায় না।

নিজেদের ইচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া এবং কামনা-বাসনাকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনে করলেই দোয়া গৃহীত হয়। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: "খোদার সত্তায় বিলীন হওয়া, নিজের সকল চাওয়া-পাওয়া, কামনা বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে শুধু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং তাঁর অধীনস্ত হয়ে যাওয়া উচিত। নিজের জন্য, নিজের স্ত্রী, সন্তান, আপনজন, নিকটাত্মীয় এবং আমাদের জন্য রহমতের কারণ হয়ে যাও। " মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের কথা বলছেন। আমাদের জন্য রহমতের কারণ হও, আশীর্বাদের কারণ হও। এটি কীভাবে হতে পারে? সকল চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দাও, আল্লাহ্‌র দিকে এসে যাও। বিরোধিদেরকে মোটেই আপত্তির সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ (সূরা ফাতের, আয়াত : ৩৩) (এই আয়াতের অনুবাদ হল তাদের কিছু এমন আছে যারা নিজেদের ওপর অত্যাচারী, কিছু এমন আছে যারা মধ্যমপন্থী আর কিছু এমন আছে যারা পুণ্যে অগ্রগামী।) প্রথম দু'টো বৈশিষ্ট্য নিম্নপর্যায়ের। 'সাবিকু বিল খায়রাত' হওয়া উচিত। (অর্থাৎ পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া উচিত।) একই জায়গায় স্থির হয়ে যাওয়া কোন ভাল গুণ নয়। দেখ স্থির বা আবদ্ধ পানি অবশেষে ময়লা হয়ে যায়। কাদার সহাবস্থানের কারণে পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও বিস্বাদ হয়ে যায়। চলমান পানি সব সময় ভালো, পরিস্কার এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে। এর নিচে কাদা থাকলেও কাদা কিন্তু এর ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। একই অবস্থা মানুষের, এক জায়গায় স্থির-স্থবির হয়ে যাওয়া উচিত নয়। এটি ভয়াবহ অবস্থা, প্রতিটি পদক্ষেপ সামনের দিকেই এগিয়ে যাওয়া উচিত। পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করা উচিত। নতুবা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের সাহায্য করেন না আর এভাবে মানুষ নিস্প্রভ হয়ে যায় আর এর ফলাফল অনেক সময় ধর্মচ্যুতিতে পর্যবসিত হয় আর এভাবে মানুষের হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়।"

এছাড়াও দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার জন্য মানুষের প্রতিদিন পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করাও আবশ্যক, যেভাবে পূর্বেই তিনি বলেছেন যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, স্থবির হয়ে যাওয়া উচিত নয় বরং প্রবাহমান পানির মত প্রতিদিন স্থায়ীভাবে মানুষকে অগ্রগামী থাকা উচিত। তিনি (আ.) আরও বলেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য তাদেরই সাথে হয়ে থাকে যারা সব সময় পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রে পদচারণা অব্যাহত রাখে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় না, এদের পরিণামই শুভ হয়ে থাকে। অনেককে আমরা দেখেছি, তাদের মাঝে গভীর উচ্ছ্বাস এবং ক্রন্দনের অভ্যাস দেখা যায় কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে স্থির ও স্থবির হয়ে যায়। এদের পরিণামও অবশেষে শুভ হয় না। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এই দোয়া শিখিয়েছেন اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ (সূরা এহকাফ, আয়াত: ১৬) হে আল্লাহ্! আমার স্ত্রী- সন্তানেরও সংশোধন কর। নিজের অবস্থার এই পবিত্র পরিবর্তন এবং দোয়ার পাশাপাশি নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্যও দোয়া করে যাওয়া উচিত। কেননা, মানুষের ওপর অধিকাংশ পরীক্ষা আসে সন্তান-সন্ততির কারণে এবং স্ত্রীর কারণে। দেখ, হযরত আদম যে প্রথম পরীক্ষায় পড়েছিলেন তা স্ত্রীর কারণেই হয়েছিল। হযরত মূসার মোকাবেলায় বালমের যে ঈমান ধ্বংস করা হয়েছে তার কারণও তৌরাত থেকে এটি বোঝা যায় যে, বালামের স্ত্রীকে সেই বাদশাহ কিছু অলংকারের লোভ দেখিয়েছিল। তখন সেই মহিলা মূসাকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য বালামকে প্ররোচিত করেছিল। বস্তুত এদের কারণেও অধিকাংশ মানুষের ওপর বিপদাবলী এবং কঠিন পরিস্থিতি এসে থাকে (সন্তান এবং স্ত্রীর কারণে।) এদের সংশোধনের প্রতিও পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত আর এদের জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৮-১৩৯)

তাই দোয়ার প্রতি মনোযোগ এবং পুণ্যে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে মু'মিনের কেবল নিজ সত্তার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুণ্য অবলম্বনের জন্য তাদের যেখানে চেষ্টা করা উচিত, মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত সেখানে তাদের জন্য দোয়াও করা উচিত, যেন তারাও পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়।

এক জায়গায় তিনি বলেন: এক ব্যক্তি যিনি ওলীউল্লাহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁর সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি এক জাহাজে আরোহিত ছিলেন। সমুদ্রে তুফান আসে। জাহাজের প্রায় ডুবুডুবু অবস্থা। তাঁর দোয়ায় জাহাজকে রক্ষা করা হয়। (অর্থাৎ সেই বুযর্গ ব্যক্তির দোয়ায়।) দোয়ার সময় তাঁর প্রতি এলহাম হয় যে, তোমার কারণে আমরা সবাইকে রক্ষা করলাম।" তিনি (আ.) বলেন- " এসব কথা কেবল মৌখিক জমা খরচে অর্জন হয় না।" এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তিনি বলেন- "আমার উপদেশ এটিই যে, নিজেকে উন্নত এবং উত্তম আদর্শে পরিণত করার চেষ্টায় রত থাক। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন ফেরেশতা সদৃশ না হবে, কীভাবে বলা যেতে পারে যে কেউ পবিত্র হয়েছে। يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ-

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৮-১৩৯)

অর্থাৎ তারা সে কাজই করে তাদেরকে যার নির্দেশ দেওয়া হয়। নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা তদনুরূপ কর যেমনটি তোমরা অন্যদের নসীহত করে থাক।

দোয়ার গুরুত্ব স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: ধন্য সেই বন্দি, যারা দোয়া করতে গিয়ে ক্লান্ত হয় না, কেননা, একদিন তারা মুক্তি পাবে। ধন্য সেই সকল অন্ধ যারা দোয়ায় আলস্য দেখায় না, কেননা, একদিন তারা দৃষ্টি শক্তি লাভ করবে। ধন্য সেই কবরে নিপতিত ব্যক্তিরা, যারা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য চায়, কেননা একদিন তাদেরকে কবর থেকে উদ্ধার করা হবে।"

পুনরায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন-

" তোমরা যদি দোয়া করতে কখনও ক্লান্তি প্রকাশ না কর, আলস্য প্রদর্শন না কর এবং তোমাদের হৃদয় দোয়ার জন্য যদি বিগলিত হয় আর চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয় আর বক্ষে এক প্রকার আগুন লাগিয়ে দেয়, নির্জনতার স্বাদ পাওয়ার জন্য অন্ধকার ঘরে আর জন-মানবশূন্য জঙ্গলে নিয়ে যায়; তোমাদেরকে ব্যাকুল ও পাগল করে তোলে এবং তোমাদের মাঝে একটি গতি সৃষ্টি করে আর তোমাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দেয় তাহলে তোমরা সৌভাগ্যবান। কেননা, পরিশেষে তোমাদের উপর আশিষ বর্ষণ করা হবে। (এই অবস্থা একই রকম থাকবে না, এই দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বর্ষিত হবে) সেই খোদা যাঁর দিকে আমরা আহ্বান করি তিনি একান্ত সম্মানিত, দয়ালু, লজ্জাশীল, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও বিনয়ীদের প্রতি দয়ার্দ্র। সুতরাং তোমরা বিশ্বস্ত হয়ে যাও। পুরো আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে দোয়া কর। ফলশ্রুতিতে তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। এ পৃথিবীর হই হুল্লোড় থেকে পৃথক হয়ে যাও। কুপ্ররোচনার ঝগড়া দিয়ে ধর্মকে প্রভাবিত করো না। আল্লাহ্‌র জন্য পরাজয় স্বীকার করে নাও। ফলশ্রুতিতে তোমরা বড় বড় সফলতার উত্তরাধিকারী হবে। খোদা দোয়াকারীদের নিদর্শন দেখাবেন এবং প্রার্থনাকারীদেরকে একটি অসাধারণ নেয়ামত দেওয়া হবে। খোদার পক্ষ থেকে দোয়া আসে আর খোদার দিকেই যায়। দোয়ার ফলে খোদা সেভাবে কাছে এসে যান যেমনটি মানুষের প্রাণ মানুষের কাছে। দোয়ার প্রথম পুরস্কারস্বরূপ মানুষের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। সেই পরিবর্তন অনুসারে খোদাও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাঁর গুণাবলী অপরিবর্তনীয়; কিন্তু পরিবর্তিত লোকদের জন্য তাঁর একটি ভিন্ন বিকাশ ঘটে (খোদার গুণাবলীতে পরিবর্তন হয় না, কিন্তু তা মানুষের নিজের পরিবর্তন সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে) যা পৃথিবী জানে না। তিনি যেন ভিন্ন খোদা অথচ তিনি ভিন্ন খোদা নন। কিন্তু নতুন জ্যোতির্বিকাশে তাঁকে নতুন রঙে প্রকাশ করে। তখন তিনি সে বিকাশের মহিমায় পরিবর্তিত ব্যক্তির জন্য সেই কাজ করেন যা অন্যদের জন্য করেন না। এটিই সেই অসাধারণ বিষয়। "

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২২২-২২৩)

নামায, দোয়া, নেক কর্মের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) বলেন-

" আমাদের জামা'তের লোকদেরকে নিজেদের আদর্শ স্থাপন করা উচিত। যদি কারো জীবন বয়আতের পরও সেভাইে অপবিত্র এবং নোংরা থেকে থাকে যেভাবে বয়আতের পূর্বে ছিল আর যে ব্যক্তি আমাদের জামা'তভুক্ত হয়ে নোংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আর কর্ম বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখায় সে অত্যাচারী। কেননা, সে পুরো জামা'তকে দুর্নাম করে আর আমাদেরকেও আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করে। নোংরা দৃষ্টান্তের প্রতি অন্যদের ঘৃণা থেকে থাকে, উত্তম দৃষ্টান্তের প্রতি অন্যরা আকৃষ্ট হয়। তিনি বলেন, মানুষের আজ এবং কাল সমান হওয়া উচিত নয়। (এই দৃষ্টান্ত পূর্বেও এসেছে) যার আজ এবং কাল পুণ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সমান সে ক্ষতিগ্রস্থ। মানুষ যদি খোদাকে মান্যকারী হয়ে থাকে তার ওপর পুণ্য ঈমান রাখে তাহলে তাকে কখনও ধ্বংস করা হয় না। বরং সেই একজনের জন্য লক্ষ প্রাণ রক্ষা করা হয়। " (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৩৮)

যেভাবে পূর্বে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, জাহাজে এক ওলীউল্লাহ ছিলেন, তার খাতিরে অন্যদেরকে রক্ষা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের জন্য এতটা আত্মাভিমান রাখেন।

তিনি (আ.) বলেন-

"আমাদের অস্ত্র হচ্ছে দোয়া। তাই দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। তিনি বলেন, 'মসীহ মওউদ' সম্পর্কে কোথাও লেখা নেই যে, তিনি তরবারী হাতে নিবেন আর এটিও লেখা নেই যে, তিনি যুদ্ধ করবেন। বরং এটি লেখা রয়েছে যে, ঈসার ফুতকারে কাফের মারা যাবে অর্থাৎ তিনি দোয়ার মাধ্যমে সমস্ত কাজ সাধন করবেন। সব লক্ষ্য যা আমরা অর্জন করতে চাই কেবল দোয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হওয়া সম্ভব। দোয়ায় অসাধারণ শক্তি রয়েছে। তিনি বলেন, " কথিত আছে যে, একদা এক বাদশাহ কোন এক দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হয়। পথে এক ফকির তার ঘোড়ার বাগডোর নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং বলে যে, সামনে অগ্রসর হয়ো না, নতুবা তোমার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধে লিপ্ত হব। বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে যায় আর বলে যে, তুমি এক সহায় সম্বলহীন ফকির! তুমি কীভাবে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? ফকির উত্তর দেয়, আমি প্রভাতের দোয়ার অস্ত্রের মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে) বাদশাহ বলে যে, আমি এর মোকাবেলা করতে পারব না, একথা বলে সে ফিরে যায়। [তো দোয়ায় এত শক্তি নিহিত রয়েছে। এই কথাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করছেন] তিনি বলেন "বস্তুত দোয়ায় আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ শক্তি নিহিত রেখেছেন। তা'লা আমাকে বারংবার এলহামের মাধ্যমে এটিই বলেছেন, যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমেই হবে। দোয়াই তো আমাদের একমাত্র অস্ত্র। এছাড়া অন্য কোন অস্ত্র আমার কাছে নেই। আমরা যা কিছু গোপনে চাই আল্লাহ্ তা'লা তা প্রকাশ করেন। অতীতের নবীদের যুগে কতক বিরোধীদের নবীদের মাধ্যমেও শাস্তি দেওয়া হত। (অর্থাৎ যুদ্ধের আকারেও) কিন্তু খোদা জানেন যে, আমরা দুর্বল। তাই তিনি আমাদের সব কাজ নিজের হাতে নিয়েছেন। ইসলামের জন্য এখন এটিই একমাত্র পথ, যা নিরস মোল্লা এবং আধ্যাত্মিকতাশূন্য দার্শনিক বুঝতে পারে না। যদি আমাদের জন্য যুদ্ধের পথ খোলা থাকত তবে তার জন্য যাবতীয় উপকরণও হাতে থাকত। আমাদের দোয়া যখন একটা বিশেষ পর্যায় পৌঁছাবে মিথ্যাবাদী নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

(অতএব, এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা যা বোঝা দরকার। আমাদের দোয়া যখন একটা বিশেষ পর্যায় পৌঁছাবে, সেই মানে উপনিত হবে যা আল্লাহ্ চান তখন সব মিথ্যাবাদী নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর যুগে যত বিরোধি ছিল তারা তাঁরই সামনে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়েছে। আজও এসব দোয়ার মাধ্যমেই শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা সম্ভব আর এর জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।)

তিনি বলেন, "আমাদের দৃষ্টিতে দোয়ার চেয়ে তীক্ষ্ণ ও ধারালো কোন অস্ত্র নেই। সৌভাগ্যবান সে, যে এ বিষয়টি উপলব্ধি করে যে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে এখন ধর্মকে উন্নতি দিতে চান।"

(মালফুযাত,৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:২৭-২৮)

অতএব, যে অস্ত্র আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের উন্নতির জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.) কে দিয়েছেন সেই অস্ত্রই তাঁর মান্যকারীদেরকে ব্যবহার করতে হবে। এই অস্ত্রই আমাদের ইনশাআল্লাহ সমস্যা থেকে বের করবে আর অন্য শত্রুদেরকেও ব্যর্থ ও বিফল মনরোথ করবে। অতএব সকল আহমদীদের এ দিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

পরিশেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর একটি দোয়া উপস্থাপন করব যা উম্মতে মুসলেমার জন্য তিনি (আ.) করেছেন, আমাদের অ-আহমদী মুসলমান ভাইদেরও জন্য দোয়াটি করেছেন। তিনি বলেন-

এরপর আটের পাতায়....

জুমআর খুতবা

কুরআন শরীফে আর্থিক কুরবানী প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উল্লেখ বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া য়ায়। এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তোমরা যে আর্থিক কুরবানীই কর না কেন তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণার্থে হয়ে থাকে। আর একই সাথে মু'মিনের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখও করেছেন যে, সে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করে। বলা হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া খরচ কর না। অতএব, তারা কতই না সৌভাগ্যবান যারা এই চিন্তা চেতনার সাথে নিজেদের ধনসম্পদ খোদা তা'লার পথে খরচ করে। আর আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই পৃথিবীর বুকে আহমদীরা ব্যতিরেকে আর কেউ নেই যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানী করার চিন্তা চেতনা লালন করে। হয়ত আরও কিছু লোক আছে যারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করে বা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করে কিন্তু জামা'ত হিসেবে বা সামগ্রিকভাবে শুধুমাত্র জামা'তে আহমদীয়াই রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদেরকে কষ্টে ফেলে হলেও গরীব এবং অভাবীদের সাহায্য ছাড়াও ধর্মের প্রয়োজনে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীবাসীর সামনে প্রচার করার জন্য আর্থিক কুরবানী করে থাকে।

হযরত আকদস মুহাম্মদ (সা.) -এর সাহাবগণ এবং অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণের আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর উল্লেখ

এই যে আর্থিক কুরবানীর ধারাবাহিকতা, এটি খোদা তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে এই কুরবানীর সেই ব্যুতপত্তি দান করেছেন যা এ জগতে আর কাউকে দেওয়া হয় নি। যেকথা আমি পূর্বেই বলেছি। আর এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিবছর দেখতে পাই।

আজ যেহেতু রীতি অনুযায়ী জানুয়ারির প্রথম খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করা হয়, এই প্রেক্ষিতে আমি ওয়াকফে জাদীদে যারা আর্থিক কুরবানী করেছেন তাদের কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করব।

ওয়াকফে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীতে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা। জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে অংশগ্রহণ, চাঁদার কল্যাণে তাদের সমস্যা নিরসন, আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর ও আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করার একাধিক ঘটনার উল্লেখ।

ওয়াকফে জাদীদের ৬১তম বছরের ঘোষণা।

বিগত বছর বছর বিশ্ব আহমদীয়া জামাত ওয়াকফে জাদীদ খাতে ৮৮,৬২,০০০ পাউন্ড কুরবানী করেছে।

সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান প্রথম, যুক্তরাজ্য দ্বিতীয় ও জার্মানী তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর ওয়াকফে জাদীদে ১৬ লাখের অধিক চাঁদা আদায়কারী অংশ নিয়েছে। আর নতুন চাঁদাদাতার সংখ্যা হল ২ লাখ ৬৮ হাজার।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াকফে জাদীদে উল্লেখযোগ্য স্থানাধিকারী দেশ ও জামাতের উল্লেখ।

আল্লাহ্ তা'লা এইসকল আর্থিক কুরবানীকারীদের ধনসম্পদে অগণিত বরকত দিন, তাদের ঈমান এবং নিষ্ঠাতেও উন্নতি দান করুন আর প্রত্যেকে নিজেদের কথা এবং কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী হোক।

মাননীয় ওজীহা মনোয়ার সাহেবের পুত্র স্নেহের গোহর মনোয়ার -এর দুর্ঘটনায় মৃত্যু এবং জানাযা হাজির

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ৫ই জানুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৫ সুলাহ , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূ র আনোয়ার (আই.) বলেন- কুরআন শরীফে আর্থিক কুরবানী প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উল্লেখ বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া য়ায়। এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ (সূরা আল বাকারা: ২৭৩) আর তোমরা যে আর্থিক কুরবানীই কর না কেন তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণার্থে হয়ে থাকে। (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৭৩) আর একই সাথে মু'মিনের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখও করেছেন যে, সে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করে। বলা হয়েছে যে وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ (সূরা আল বাকারা: ২৭৩) আর তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া খরচ কর না। অতএব, তারা কতই না সৌভাগ্যবান যারা এই চিন্তা চেতনার সাথে নিজেদের ধনসম্পদ খোদা তা'লার পথে খরচ করে। আর আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই পৃথিবীর বুকে আহমদীরা ব্যতিরেকে আর কেউ নেই যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানী করার চিন্তা চেতনা লালন করে। হয়ত আরও কিছু লোক আছে যারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করে বা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করে কিন্তু জামা'ত হিসেবে বা সামগ্রিকভাবে শুধুমাত্র জামা'তে আহমদীয়াই রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদেরকে কষ্টে ফেলে হলেও গরীব এবং অভাবীদের সাহায্য ছাড়াও ধর্মের প্রয়োজনে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীবাসীর সামনে প্রচার করার জন্য আর্থিক কুরবানী করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত খরচ তা কোন মানুষের সাহায্যার্থে হোক বা ধর্মের সাহায্যার্থে হোক, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই এর মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। নিজ সত্তার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রকার ধনসম্পদের প্রয়োজন নেই। তাঁর জন্য খরচ করার অর্থই হল তাঁর সৃষ্টির জন্য এবং তাঁর ধর্মের উন্নতির জন্য খরচ করা।

রসূলে করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'লাকে উদ্ধৃত করে বলেন-(এটি একটি হাদীসে কুদসী) "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি নিজের ধন-ভাণ্ডার আমার কাছে জমা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, এরপর তোমার আগুন লাগারও কোন ভয় নেই, পানিতে ডুবে যাওয়ার কোন ভয় নেই, আর কোন চুরি হওয়ারও ভয় নেই। আমার কাছে যে ধনভাণ্ডার থাকবে আমি তার খেয়াল রাখব আর যখন তোমার সবচেয়ে বেশি এর প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তুমি পাবে।

এরপর তেরোর পাতায়.....

প্রথম খুতবার শেষাংশ.......

رَبِّ یَارَبِّ اِسۡمَعۡ دُعَائِیۡ فِیۡ قَوۡمِیۡ وَتَضَرُّعِیۡ فِیۡ اِخۡوَتِیۡ اِنِّیۡ اَتَوَسَّلُ اِلَیۡكَ بِنَبِیِّكَ خَاتَمِ
النَّبِیِّیۡنَ وَشَفِیۡعٍ وَ مُشَفَّعٍ لِلۡمُذۡنِبِیۡنَ ۔ رَبِّ اَخۡرِجۡهُمۡ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلٰی نُوۡرِكَ ۔ وَمِنۡ بَیۡدَاءِ
الۡبُعۡدِ اِلٰی حُضُوۡرِكَ ۔ رَبِّ ارۡحَمۡ عَلَی الَّذِیۡنَ یَلۡعَنُوۡنَ عَلَیَّ وَاحۡفَظۡ مِنۡ تَبِّكَ قَوۡمًا یَقۡطَعُوۡنَ
یَدَیَّ وَاَدۡخِلۡ هُدٰكَ فِیۡ جَذۡرِ قُلُوۡبِهِمۡ وَاعۡفُ عَنۡ خَطِیۡئَاتِهِمۡ وَذُنُوۡبِهِمۡ وَاغۡفِرۡلَهُمۡ وَعَافِهِمۡ
وَوَادِعۡهُمۡ وَصَافِهِمۡ وَاَعۡطِهِمۡ عُیُوۡنًا یُبۡصِرُوۡنَ بِهَا وَاٰذَانًا یَسۡمَعُوۡنَ بِهَا وَقُلُوۡبًا یَفۡقَهُوۡنَ بِهَا
وَاَنۡوَارًا یَّعۡرِفُوۡنَ بِهَا وَارۡحَمۡ عَلَیۡهِمۡ ۔ وَاعۡفُ عَمَّا یَقُوۡلُوۡنَ فَاِنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۔ رَبِّ بِوَجۡهِ
الۡمُصۡطَفٰی وَدَرَجَتِهِ الۡعُلۡیَا وَالۡقَائِمِیۡنَ فِیۡ اٰنَاءِ اللَّیۡلِ وَالۡغَازِیۡنَ فِیۡ ضَوۡءِ الضُّحٰی وَ رِكَابٍ لَكَ
تُعَدُّ لِلسُّرٰی وَرِحَالٍ تُشَدُّ اِلٰی اُمِّ الۡقُرٰی ۔ اَصۡلِحۡ بَیۡنَنَا وَ بَیۡنَ اِخۡوَانِنَا ۔ وَافۡتَحۡ اَبۡصَارَهُمۡ
وَنَوِّرۡ قُلُوۡبَهُمۡ وَفَهِّمۡهُمۡ مَا فَهَّمۡتَنِیۡ وَعَلِّمۡهُمۡ طُرُقَ التَّقۡوٰی ۔ وَاعۡفُ عَمَّا مَضٰی ۔ وَاٰخِرُ دَعۡوَانَا
اَنِ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ الۡعُلٰی ۔

অর্থাৎ- "হে আমার আল্লাহ্! আমার জাতির জন্য আমার দোয়া এবং আমার ভাইদের জন্য আমার আহাজারী শ্রবণ কর। আমি তোমার নবী খাতামান নবীঈন এবং পাপীদের শাফায়াতকারী, যার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে তাঁর বরাতে তোমার কাছে মিনতি করছি। হে আল্লাহ্! তুমি অন্ধকার থেকে তাদেরকে তোমার আলোর দিকে নিয়ে আস এবং দূরত্বের মরু থেকে স্বীয় সান্নিধ্য দান কর। হে আল্লাহ্! তাদের প্রতি কৃপা কর, যারা আমাকে অভিশাপ দেয় এবং যারা আমার হাত কাটে। এই জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর এবং হেদায়াত তাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট কর। তাদের ভুল ভ্রান্তি এবং পাপ মার্জনা কর। তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদেরকে মার্জনা কর। তাদের সংশোধন কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর এবং তাদের এমন চোখ দান কর যার মাধ্যমে তাদের জন্য দেখা সম্ভব হয়, এমন কান দাও যার মাধ্যমে তারা শুনতে পায় আর এমন হৃদয় দাও যার মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করতে পারে আর এমন জ্যোতিঃ দান কর যার মাধ্যমে তারা বুঝে উঠতে পারে। তাদের প্রতি করুনা কর, তারা যা কিছু বলে তা ক্ষমা কর, কেননা, তারা এমন জাতি যারা জানে না। হে আমার প্রভু! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার দোহাই এবং তাদের দোহাই যারা রাতের বেলায় দণ্ডায়মান হয় এবং প্রভাতে যুদ্ধ করে এবং সেই সকল বাহনের দোহাই যারা রাতে প্রবল বেগে ধাবিত হয়, সেই সব সফরের কসম যা মক্কা মুকার্‌রমাকে সামনে রেখে করা হয়, আমাদের এবং আমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসার উপকরণ সৃষ্টি কর, তাদের চোখ খুলে দাও। তাদের হৃদয়কে আলোকিত কর, তাদেরকে তা বোঝাও যা তুমি আমাকে বুঝিয়েছ এবং তাদেরকে তাকওয়ার রীতি নীতি শেখাও আর যা কিছু পূর্বে ঘটেছে তা মার্জনা কর। আমাদের চূড়ান্ত এবং শেষ মিনতি হল সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সুউচ্চ আকাশের প্রভু-প্রতিপালক।

আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুসলেমার দৃষ্টি উন্মোচন করুন, তারা যেন খোদার প্রেরিত ব্যক্তির বিরোধিতা থেকে বিরত হয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী ও সহায়ক হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও প্রকৃত অর্থে দোয়া করার তৌফিক দান করুন, বিশেষ করে কাদিয়ানের জলসায় যোগদানকারীদের দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এই জলসায় অংশগ্রহণ, তাদের মাঝে যেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

১২ পাতার পর......

একের পরে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকেন। আসরের সময় অত্যাচারীরা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। তাদের মধ্যে একজন তীর নিক্ষেপ করে হযরত হোসেন (রা.)-এর মুখমন্ডলকে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। অপর একজন তরবারি দিয়ে হাত ও পায়ে আঘাত করে। একের পর এক আক্রমণের আঘাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে কারবালার ময়দানে লুটিয়ে পড়েন। সেই সময় আরও এক বর্বর এসে তাঁর পবিত্র দেহ থেকে মস্তকটিকে পৃথক করে দেয়।

এই কুরবানীর ধারা আরবের ও কারবালার মরুপ্রান্ত পেরিয়ে দীর্ঘ এক যুগ অতিক্রম করে শেষ যুগে কাবুলের মাটিতে এসে পৌঁছেছে। ১৯০১ সালের ২০ শে জুন রহমান খোদার বান্দা আব্দুর রহমান কাবুলী খোদার পথে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শেষ যুগের প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবীর সঙ্গেই কাদিয়ানের পবিত্র ভূমি থেকে উত্থিত ধ্বনি দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় আফগানিস্তানের এক পবিত্রচেতা বীর পুরুষ হযরত শাহযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব হযরত আহমদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ ও তাঁর দাবীর কথা জানতে পারেন। তিনি তাঁর শিষ্যের কাছে একথার উল্লেখ করেন। তাঁর এক বিশ্বস্ত শিষ্য মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব বলেন, আমি কাদিয়ান গিয়ে পুরো বিষয়টি জেনে আসছি।

(ক্রমশঃ..........)

বড়িশায় বাৎসরিক সীরাতুন্নবী জলসা উদযাপিত হল

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত বড়িশা নিজ বাৎসরিক জলসা সীরাতুন্নবী (সা.) ২০১৮ , ২১ শে জানুয়ারী রবিবার আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণ বড়িশায় পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পালন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আল হামদো লিল্লাহ্ ।

বাদ নামায যোহর ও আসর এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মাননীয় আব্দুর রউফ সাহেব জেলা আমীর দক্ষিণ ২৪ পরগণা সভাপতিত্বে বিকেল ৪ ঘটিকায় মাননীয় হাফেয আবু জাফর সাদিক সাহেবের তেলাওয়াত কুরআন পাক ও বাংলা অনুবাদের মধ্য দিয়ে জলসার শুভারম্ভ হয়। মাননীয় আব্দুল মান্নান সাহেব সুললিত কণ্ঠে বাংলা 'নাত' পাঠ করে শোনান। এই জলসায় বক্তব্য রাখেন (১) মাননীয় আবু তাহের মন্ডল সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ মুর্শিদাবাদ, (২) মাননীয় হাফেজ আবু জাফর সাদিক সাহেব, প্রতিনিধি তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজি, (৩) মাননীয় মুসলেউদ্দীন সাদি সাহেব, মিশনারী ইনচার্জ কোলকাতা, (৪) মাননীয় শেখ মহম্মদ আলি সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ বীরভুম ও (৫) খাকসার মির্যা ইনামুল কবীর, স্থানীয় মুয়াল্লিম ও নায়েব ইনচার্জ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। পরিশেষে মাননীয় আব্দুল ওয়াদুদ আলম সাহেব প্রেসিডেন্ট জামাত আহমদীয়া বড়িশা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য রাখেন ও মাননীয় সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই জলসায় উপস্থিত আহমদী ছাড়াও এলকার অ-আহমদী ও অ-মুসলিম পুরুষ ও মহিলাগণও উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে বিভিন্ন ধর্ম ও ইসলামী শিক্ষানুসারে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ, মানবতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) শান্তির দূত, সন্তানদের উত্তম প্রতিপালনের উপায় ও প্রতিশ্রুত মসীহ ও মুক্তিদাতা রূপে ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

সংবাদদাতা: মির্যা ইনামুল কবীর, মুয়াল্লিম সিলসিলা বড়িশা

দ্বিতীয় খুতবার শেষাংশ......

পরিবারের সাথে জার্মানি যাওয়ার পথে কোলান শহরের কাছে তাদের গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। টায়ার ফেটে গিয়েছিল। তার মা গাড়ি চালাচ্ছিল। ৫ বছর বয়সে সে মৃত্যু বরণ করে, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। সে ওয়াকফে নও ছিল। তার দাদা চৌধুরী মুনাওয়ের হাফিজ সাহেব নারওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আলী নামটি নিজের প্রপিতামহ হযরত আলী গহর সাহেবের নামে রেখেছিলেন যিনি এই বংশের প্রথম আহমদী ছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন। স্নেহের আলীর নানা মুকাররম মোহাম্মদ আযীয সাহেব হায়দ্রাবাদ দক্ষিণের অধিবাসী ছিলেন। আলীর মা নুসরাত জাহা আমাদের দপ্তরে ইংরেজী ডাক বিভাগে কাজ করেন। এই যে, দুর্ঘটনা হয় যেভাবে আমি বলেছি তার মা এই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। নুসরত জাহা সাহেবার মা অর্থাৎ শিশুর নানী তার সাথেই বসে ছিলেন তিনিও গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে চিকিৎসারত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুস্বাস্থ্য দিন এবং দ্রুত আরোগ্য দান করুন। আর এই শিশুর পিতামাতাকেও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য এবং মনোবল দিন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই আঘাত সহ্য করেছেন, বিশেষত তার মা। আর শিশুরা তো নিষ্পাপ হয়েই থাকে, আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে অবিলম্বে জান্নাতে নিয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা এই উভয় পিতামাতাকে ধৈর্য এবং মনোবল দিন এবং তাদেরকে এর উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। যেরূপ আমি বলেছি, জুমার আমি তার জানাযা পড়াব। এটি জানাযা হাজির। আমি বাইরে যাব। আপনারা মসজিদের ভিতরে থেকেই জানাযায় অংশ গ্রহণ করবেন।

****

ইমামের বাণী

"সুতরাং তোমাদের সাথে অবশ্যই আমার বিচ্ছেদের দিন আসিবে, যেন এর পর সেই দিন আসে যা 'চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৬)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

মানুষ হিসেবে আমরা এক জাতি আর মানবতার স্থান সবার উপরে।
একজন মানুষ অন্য জনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং তার অধিকারে প্রতি যত্নবান থাকবে- এটিই তো মানবীয় মূল্যবোধ।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের ঈমান উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দান

আমি অনেক ধর্মীয় নেতার বক্তব্য শুনেছি। তারা যখন কথা বলে তখন মনে হয় যেন তারা সত্য কথা বলছে আর এইভাবে তারা মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে; কিন্তু আমি জামাত আহমদীয়ার ইমামের সমস্ত বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেছি, তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশ্বজনীন শান্তি। পৃথিবীবাসী যদি জামাত আহমদীয়ার ইমামের ভাষণগুলি সদিচ্ছা সহকারে শুনে এবং সেগুলি মেনে চলে তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

(যুকুমোরে সাহেব, বুর্কিনাফাসো)

আমি মহিলাদের দিকে গিয়েছিলাম আর সেখানে আমি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। এখন উপলব্ধি করছি যে, ইসলাম যে সম্মান মহিলাদেরকে প্রদান করেছে তা অন্য কোন ধর্ম প্রদান করে নি।

(গোয়েতামালার জাতীয় সংসদ সদস্য ইলিয়ানা ক্যালাস সাহেব)

(হাইতির রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি মি. জোসেফ পাইয়ার রিচার্ড ডুপলান)

যদিও বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ এখানে একত্রিত ছিল যাদের ভাষা একে অপরের থেকে ভিন্ন ছিল; কিন্তু সীমাহীন নিষ্ঠা এবং ভালবাসা সহকারে তারা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছিল। স্বেচ্ছাসেবীদের নিঃস্বার্থ সেবাদান আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

(কোস্টারিকার এক সাংসদ)

জলসার কর্মী, ও সেবকদের মধ্যে যে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে যা তাদেরকে সব সময় এই পরিশ্রম ও কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিজেদের কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করছিল তা আমার কাছে অজানা। নিশ্চয় এটি সেই আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল যা এখন পৃথিবীতে জামাত আহমদীয়া ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না।

(প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের পাদ্রী গ্যাবর টমাস সাহেব)

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন
অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বুর্কিনাফাসোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত।

যতদিন পর্যন্ত এই ধ্বনি উত্থিত হবে, সফলতা লাভের আশা করা যায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) অতিথিদের সম্বোধন করে বলেন: আপনারা জলসায় কি দেখলেন? এই উত্তরে ভদ্রলোক বলেন: অত্যন্ত প্রাঞ্জল পরিবেশ ছিল। সারা পৃথিবীর মানুষ এখানে এসেছিলেন। পারস্পরিক ভালবাসা স্পষ্টরূপে চোখে পড়ছিল। প্রত্যেকে হাসি মুখে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছিল যেন তারা পরস্পর ভাই। এই দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখন ফিরে গিয়ে মানুষকে বলুন যে, কিভাব জামাত আহমদীয়া কাজ করে। কিভাবে মানবীয় মূল্যবোধ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে এবং অধিকার সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে।

যুকুমোরে সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানায় যোগদানের জন্য আমাকে আহ্বান জানানো হলে আমি আশ্চর্য হই। কারণ আমি তো জামাতের সদস্য নই আর আমি মুসলমানও নই; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে মুসলমানদের সমাবেশে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমি দেখলাম জামাত জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছে আর সকলের সঙ্গে প্রেমসুলভ আচরণ করছে। কারো সঙ্গে কোন ভেদাভেদ করছে না আর সকলকে একইভাবে সম্মান দিচ্ছে। সকলের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি দিচ্ছে। আমি অনেক ধর্মীয় নেতার বক্তব্য শুনেছি। তারা যখন কথা বলে তখন মনে হয় যেন তারা সত্য কথা বলছে আর এইভাবে তারা মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে; কিন্তু আমি জামাত আহমদীয়ার ইমামের সমস্ত বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেছি, তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশ্বজনীন শান্তি। পৃথিবীবাসী যদি জামাত আহমদীয়ার ইমামের ভাষণগুলি সদিচ্ছা সহকারে শুনে এবং সেগুলি মেনে চলে তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মীয় নেতা যদি জামাত আহমদীয়ার খলীফার মত বার্তা দেয় তবে আমরা সন্ত্রাস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব।

বুর্কিনাফাসোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১১টা ৫০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

গোয়েতামালা ও কোস্টারিকার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

গোয়েতামালা এবং কোস্তারিকা থেকে দুইজন সাংসদ এবং তাদের সঙ্গে দুই জন সাংবাদিক ও সেক্রেটারী হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন।

গোয়েতামালা থেকে এবছর সেখানকার জাতীয় সংসদ সদস্য মিসেস ইলিয়ানা ক্যালাস সাহেবা জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে গোয়েতামালা জামাতের সুসম্পর্ক রয়েছে। সেই দেশে বর্তমানে হিউম্যানিটি ফার্স্ট -এর একটি প্রকল্পের অধীনে 'নাসের হাসপাতাল' নির্মাণ হচ্ছে। ভদ্রমহিলা দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট সম্মানীয় মি. ক্যাবরেরার হাসপাতাল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এই সংবাদটি দেশের প্রমূখ প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

মিসেস লিগিয়া ইলিমা ফেলাস কোস্টরিকার একজন সাংসদ যিনি জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য এসেছিলেন। তাঁর উপদেষ্টা মি. ডগলাস মন্টেরো মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি পুস্তকের রচয়িতা। বর্তমানে তিনি 'ল্যাটিন আমেরিকায় ইসলাম' শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা করছেন। এছাড়াও গোয়েতামালার প্রমূখ সংবাদপত্রিকা Prensa Libre -এর সাংবাদিক অস্কার ফিলিপও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

গোয়েতামালার জাতীয় সংসদ সদস্য ইলিয়ানা ক্যালাস সাহেব বলেন. আমি হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে ধন্যবাদ জানাই। এই কারণে যে, গোয়েতামালায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট একটি হাসপতাল নির্মাণ প্রকল্পে কাজ আরম্ভ করেছে। এই জলসায় অংশ গ্রহণ করে এর ব্যবহারিক সুন্দর চিত্র দেখে ইসলাম সম্পর্কে আমার ভ্রান্ত চিন্তাধারা দূরীভুত হয়েছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ এখানে একত্রিত ছিল; কিন্তু কোথা কোন ঝগড়া বিবাদ বা বিশৃঙ্খলা ছিল না। সর্বত্র ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় ছিল। আমি মনে করি না যে, পৃথিবীর আর কোথাও কোন ঝগড়া বিবাদ ছাড়ায় এত বড় সমাবেশের আয়োজন করা সম্ভব।

অতিথি বলেন: ইসলামে মহিলাদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে আমি যা কিছু শুনেছিলাম, এটি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আমি মহিলাদের দিকে গিয়েছিলাম আর সেখানে আমি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। এখন উপলব্ধি করছি যে, ইসলাম যে সম্মান মহিলাদেরকে প্রদান করেছে তা অন্য কোন ধর্ম প্রদান করে নি। ইসলামে মহিলাদেরকে অনেক সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা মহিলাদের তাঁবুতে গিয়েছিলাম। সেখানে শান্তি ও স্বাধীনতা পেয়ে আমি প্রশান্তি লাভ করেছি।

এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা চাই মহিলারা এগিয়ে আসুক এবং তাদের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তারা নিজেরাই পালন করুক।

ভদ্রমহিলা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য এক বিচিত্র ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। ইসলাম ধর্ম এবং জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে আমার চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের নামে ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ও ভয়ানক ধারণা তৈরী করে রেখেছে; কিন্তু এই জলসায় ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবহারিক রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। "ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে- জামাত আহমদীয়ার এই নীতিবাক্যই হল একমাত্র পথ যার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রীতি এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী হাসিমুখে অতিথি সেবার অনন্য নজির স্থাপন করে চলেছে যা একথা জলজ্যান্ত প্রমাণ বহন করে যে, জামাতের সদস্যরা "ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে-নীতির উপর প্রকৃত অর্থেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

খলীফাতুল মসীহ তাঁর ভাষণে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলাম মহিলাদেরকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। মায়ের মর্যাদা এতটাই উচ্চ যে, বলা হয়েছে যে তার পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে। আমি পুরুষদের তাঁবু তুলনায় মহিলাদের তাঁবুতে বেশি স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ উপভোগ করছিলাম। এটি ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার অনন্য দৃষ্টান্ত যেখানে মহিলাদের সম্মান, নিরাপত্তা এবং পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয় হয়েছে। পূর্বে আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতাম। এই জলসায় অংশ গ্রহণ করে মনের মধ্যে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর শিক্ষার চিত্র গেঁথে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

কোস্টেরিকার সাংসদের উপদেষ্টা ডগলাস মন্টেরেসো সাহেব বলেন: এত বেশি অতিথি আর এত ভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ; তাদের ভালবাসার ভাষা এক ও অভিন্ন ছিল। এবিষয়টি আমাকে হতভম্ব করেছে। পৃথিবীর আর কোথাও আমি এমনটি দেখিনি। হুযুর আনোয়ার-এর ভাষণ আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত করেছে। এই সমস্ত ভাষণাদি আমার জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) যে শিক্ষা তুলে ধরেছেন যদি সেটি বাস্তবায়িত করা যায় তবে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় হল, আমাদের দেশে এমনটি ধারণা করা অসম্ভব। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি খোদার সৃষ্টির প্রতি সম্পর্ক ভাল থাকা খোদার সঙ্গে সুসম্পর্কে পরিচায়ক।

একজন অতিথি বলেন: ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের যে বাস্তবিক চিত্র এখানে প্রদর্শিত হয়েছে তা অন্যত্র কল্পনাও করা যায় না। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এসেছে। খৃষ্টান, বৌদ্ধ হিন্দু সকলেই এসেছে। সকলেই প্রেম ও ভালবাসা প্রদর্শন করেছে। ধর্ম মানুষের হৃদয়ের বিষয়। মানুষ হিসেবে আমরা এক জাতি আর মানবতার স্থান সবার উপরে। একজন মানুষ অন্য জনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং তার অধিকারে প্রতি যত্নবান থাকবে- এটিই তো মানবীয় মূল্যবোধ।

তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি জলসায় জামাত আহমদীয়ার ইমামের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেছি। তাঁর এই উপদেশাবলী আমাকে প্রভাবিত করেছে যে, শত্রুদেরকে ক্ষমা করলে এবং তার জন্য দোয়া করলে মনের বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। আর এটিই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হতে পারে। জামাত আহমদীয়ার ইমামের বক্তব্য আমাকে আধ্যাত্মিক ও বাস্তবিকভাবে উপকৃত করেছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং এর বাস্তব চিত্র এই জলসায় প্রত্যক্ষ করেছি।

গোয়েতামালার জাতীয় পত্রিকা PRANSA LIBRE -এর এক সাংবাদিক বলেন: যে নিষ্ঠা ও ভালবাসা এখানে পেয়েছি, পৃথিবীর আর কোথাও এর কল্পনাও করতে পারি না। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। কুরআন করীমের শিক্ষা হল কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা সমগ্র মানবতাকে হত্যা করা। কাউকে বেঁচে থাকার সুযোগ কেড়ে দেওয়া সমগ্র মানবতার কাছ থেকে সেই সুযোগ কেড়ে নেওয়ার নামান্তর।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা সর্বত্রই সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের নিন্দা করে থাকি। আমি নিজের খুতবা, ভাষণাদি, শান্তি সম্মেলন এবং বিভিন্ন মঞ্চে উপস্থাপিত ভাষণে সর্বত্র সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছি। আমি প্রমূখ দেশের রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। এরা যারাই ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে থাকে তারা ভুল করে। এটি মোটেই জিহাদ নয়। এখন তরবারি বা কোন অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ করা বা কাউকে হত্যা করা জিহাদ নয়। আমি বিভিন্ন স্থানে নিজের বক্তব্যে বলেছি যে, মুসলমানরা সেই যুগে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার অনুমতি পাওয়ার পর তরবারি ধারণ করেছিল। সেই সময় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হয়েছিল এবং জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বিভিন্ন জাতির মধ্যে নবীরা সত্যিকার শিক্ষা নিয়ে আবির্ভুত হয়েছেন। পরবর্তীর্তে মানুষ তাদের শিক্ষাকে বিকৃত করেছে। আমরা সমস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি। আমরা সর্বত্রই আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন করে থাকি। আমরা বিভিন্ন ধর্মের নেতা ও পথ-প্রদর্শকদেরকে আহ্বান করি যে, তারা যেন নিজেদের ধর্মের সৌন্দর্য তুলে ধরে। এই সম্মেলনের সূচনা হয় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাত ধরে যখন তাঁর 'ইসলামি নীতি-দর্শন'-এর প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ধর্ম অন্তরের বিষয়। খৃষ্টানদের নিজেদের ধর্ম প্রচার করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের নিজেদের ধর্ম প্রচার করার এবং তাদের বাণী প্রচার করার অধিকার রয়েছে। আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার তবলীগ করে থাকি। যাদের কাছে আমাদের বার্তা গ্রহণযোগ্য হয় তারা স্বীকার করে নেয় এবং আমাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর যদি কেউ গ্রহণ নাও করে তবুও মানুষ হিসেবে আমরা পরস্পর ভাই ভাই এবং একে অপরের প্রতি সহানুভুতিশীল।

সংসদ সদস্য বলেন: গোয়েতামালার হাসপাতাল নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হলে সেখানে হুযুরকে আহ্বান জানানোর আমার ইচ্ছা রয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একবার বন্ধু হয়ে যাওয়ার পর আমন্ত্রণ না জানালেও আমি এসে যাই।

সাংবাদিক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জামাতের সদস্যদের পারস্পরিক ভালবাসা, সহিষ্ণুতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছি। আমি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তাধারা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। যদিও বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ এখানে একত্রিত ছিল যাদের ভাষা একে অপরের থেকে ভিন্ন ছিল; কিন্তু সীমাহীন নিষ্ঠা এবং ভালবাসা সহকারে তারা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছিল। স্বেচ্ছাসেবীদের নিঃস্বার্থ সেবাদান আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

কোস্টারিকার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর Sergio Moya এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এই জলসার মাধ্যমে ইসলামের নতুন রূপ দেখেছি। আমি মুসলমানাদের এমন জামাত দেখেছি যারা পারস্পরিক ভালবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। যারা নিজেদের ঈমানে বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরে। আমি ফিরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধব এবং ছাত্রদেরকে বলব যে, জামাত আহমদীয়া ইসলামের প্রকৃত ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার ব্যবহারিক চিত্র উপস্থাপন করে আর যারা প্রকৃতই 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' -এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

গোয়েতামালার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি ১২টা ১৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

মস্কোর (রাশিয়া) প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

মস্কো থেকে তিনজন সদস্য জলসায় এসেছিলেন। যাদের মধ্যে এক অতিথি Smagin Nikita সাহেব আরবি ভাষায় স্নাতক ও ফার্সি ভাষায় মাস্টার ডিগ্রি করেছেন। বর্তমানে তিনি মস্কোতে ইরানীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কাজ করেন। তিনি Iran Today নামে ওয়েব সাইটের সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও প্রবন্ধ লিখেন।

তিনি বলেন: আমি কোন একটি স্থানে মুসলমানদের এমন শান্তিপূর্ণ এত বড় সমাবেশ দেখি নি। মুসলমানরা যেখানেই একত্রিত হয় তাদের মধ্যে বিভেদ তৈরী হয়ে যায়; কিন্তু এখানে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় ছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। পৃথিবীতে মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। তিনি (আই.) বলেন: আমরা এখানে কয়েক দিনের জন্য অস্থায়ী শহর গড়ে তুলি। এত বিশাল আয়োজন, কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যায়। আমরা যে সুযোগ সুবিধা দিতে পারি তা অবশ্যই দিই। অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার কারণে যদি আপনাদের কোন অসুবিধা হয়ে থাকে তবে আমি তার জন্য দুঃখিত।

এর উত্তরে অতিথি বলেন: আমাদের খুব সেবা যত্ন করা হয়েছে। বৃষ্টি সত্ত্বেও কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি যে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও আমরা সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা বজায় রাখি। এটিই ইসলামী শিক্ষা। অন্তরে যদি শিক্ষার প্রতি সম্মান থাকে তবে সব কিছুই সম্ভব। ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে, বিগত দশ বছর থেকে সন্ত্রাসবাদের ঘটনা হয়ে আসছে আর এটি মোটেই ইসলামের পক্ষে নয়। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) আমি বিগত দশ বছর থেকেই নিজের বক্তব্যসমূহে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে আসছি আর কেউ এভাবে বিষয়টি তুলে ধরেনি। (ক্রমশঃ....)

এই অধিবেশনের তৃতীয় ও শেষ বক্তব্য রাখেন সলতান আহমদ যাফর সাহেব, নাযিম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল-সতর্কতামূলক ও সুসংবাদমূলক ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা। তিনি সূরা আনআমের ৪৯-৫০ নম্বর আয়াত এবং সূরা জিনের ২৭ ও ২৮ নং আয়াত উপস্থাপন করেন। যার অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট নবী ও রসূলকে অজস্র ধারায় এমন অদৃশ্যের সংবাদ দান করা হয় যাতে সুসংবাদ ও সতর্কতাবাণী উভয়ই থাকে। যারা নবীদের উপর ঈমান এনে নিজেদের সংশোধন করে নেয় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জীবনের সমস্ত ভয়-ভীতির অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেন। আর যারা নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করে দুরাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। তিনি বক্তব্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর একাধিক ঈমান উদ্দীপক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেন। তিনি একটি একটি সুসংবাদমূলক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে বলেন- এখন আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করব যেটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত স্বমহিমায় প্রকাশ পেয়ে চলেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন যে, আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।

এটি ১৮৯৮ সালের ইলহাম। সেই সময় তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা, আজ খোদা তা'লার কৃপায় জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর ২১০টি দেশে প্রসার লাভ করেছে আর জামাতের সদস্য সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে কোটি কোটিতে পৌঁছে গেছে।

'আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব'- আল্লাহ্ ত'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে জামাতকে তবলীগের একাধিক মাধ্যম দান করেছেন। যেমন আজ খিলাফতে আহমদীয়ার ছত্রছায়ায় আহমদীয়াত বা প্রকৃত ইসলামের প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পৃথিবীব্যপী হাজার হাজার প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাজার হাজার উৎসর্গিত মুবাল্লেগীন ও মুয়াল্লেমীন প্রচার ও প্রসারের কাজে অহর্নিশি নিয়োজিত রয়েছে। পৃথিবীর একাধিক দেশে বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের জন্য অত্যাধুনিক ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭৫ টি ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টার ন্যাশনাল-এর স্থাপনা যার তিনটি চ্যানেল বিশ্বব্যাপী ২৪ঘন্টা এই আহ্বান করে চলেছে-

'ইসমাউ সাওতাস সামা জা আল মসীহ জা আল মসীহ।'

* এরপর দুই জন রাজনীতিক নেতা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন আর কিরঘিযিস্তানের এক আহমদী বন্ধু একটি অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শোনান।

(১) অবিনাশ রায় খান্না (প্রাক্তন সাংসদ)

ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এবং প্রাক্তন সাংসদ অবিনাশ রায় খান্না সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন-আমি সৌভাগ্যবান যে, জামাতে আহমদীয়ার আধ্যাত্মিক খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের সঙ্গে একবার লন্ডনে সাক্ষাত করার সুযোগ লাভ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে চা পান করার সুযোগ পেয়েছি। আমার শহর হোশিয়ারপুরের সঙ্গে জামাতে আহমদীয়ার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হুযুর সেখানেও গিয়েছিলেন। আমি হুযুরকে কাছে থেকে দেখতে পেরে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে গর্বিত। ২০১৮ সাল আগত প্রায়। আমি নিজের এবং দলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই আর আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যে, যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে হুযুর এগিয়ে চলেছেন সেক্ষেত্রে এই নতুন বছর ২০১৮ সালে আরও নিয়ে দৃঢ়তা আসুক আর সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। জামাত ২১০ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর যে যে দেশে জামাতের সদস্যরা রয়েছেন তারা সেই দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করেন। এই জন্যও আমি আপনাদের সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ জানাই।

(২) সুখপাল সিং খায়ের (প্রাদেশিক এসেম্বলীতে বিরোধী নেতা)

আজ আমরা সকলে জামাত আহমদীয়ার ১২৩ তম জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। জামাত আহমদীয়া এত বড় মঞ্চ থেকে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং শান্তির বার্তা দেয়, সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে দু-একটি কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। পাঞ্জাব ভূমি থেকে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব ভালবাসার বাণীর প্রসার করেছিলেন। আমি লন্ডনে বিরাজমান জামাত আহমদীয়ার বর্তমান খলীফা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে সাধুবাদ জানাই যে, আপনার জামাত ২১০টি দেশে প্রসার লাভ করেছে আর জামাত শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী প্রচার করছে। আমরা সবার আগে মানুষ, তারপর হিন্দু, কিম্বা মুসলিম কিম্বা শিখ। পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে যে সকল অতিথি এখানে জলসায় এসেছেন তাদের সকলকে স্বাগত জানাই।

(৩) আর তুরায গীন বাবু সাহেব (কিরঘিযিস্তান)

আর তুরায গীন বাবু সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন তাহের আহমদ তারিক সাহেব, নায়েব নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া। তিনি বলেন আমি নিজের এবং কিরঘিযিস্তান জামাতের পক্ষ থেকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু উপহার পেশ করছি। ২০০৯ সালে আমি জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক লাভ করি। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আল্লাহ্ তা'লা আমার মত অধমকে যুগের ইমাম এবং আহমদীয়াত বা প্রকৃত ইসলামকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন। এবছর কিরঘিযিস্তান থেকে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি দল কাদিয়ানের জলসায় এসেছে। যুগের ইমামের আশিসমণ্ডিত জনপদ কাদিয়ান দর্শন তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার কারণ হচ্ছে।

কিরঘিযিস্তান ১৯৯১ সালের পূর্বে সোভিয়েত সংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ রাশিয়ার একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হত। সোভিয়েত সংঘের পতনের পর কিরঘিযিস্তান একটি পৃথক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে ১৯৯৬ সালে আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয়। এবছর কিরঘিযিস্তান জামাতের ২১ বছর পূর্ণ হল। আলহামদোলিল্লাহ। অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জামাতের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। তবলীগের পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পথ-প্রদর্শন করে থাকেন যা আমাদের ঈমানকে আরও সুদৃঢ় করে। প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সত্যের পথে টেনে আনছেন। ২০১৫ সালে আমাদের এক নতুন আহমদী ভাই মাননীয় ইউনুস জান সাহেব শাহাদত বরণ করেন। তিনিই হলেন বর্তমান কিরঘিযিস্তান এবং পূর্ববর্তী সোভিয়েত সংঘের মাটিতে ইসলাম আহমদীয়াতের পথে নিজের রক্ত বলিদানকারী প্রথম শহীদ। আমি কাদিয়ানের এই পবিত্র ভূমি থেকে এই আশিসপূর্ণ সময়ে আপনাদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি যে, শহীদ মরহুমের রক্তের প্রতিটি বিন্দু যেন অসংখ্য পুণ্যাত্মাদের জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হয় আর আল্লাহ্ তা'লা শহীদের পদ মর্যাদা উন্নীত করেন। আমীন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিকে ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি দান করতে থাকুন। জাযাকুমুল্লাহু তা'লা আহসানুল জাযা। এই বক্তেব্যের সাথেই প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৭ (দ্বিতীয় দিন, প্রথম অধিবেশন)

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সদর সদর আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ান মাননীয় সৈয়্যদ তানবীর আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে। তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হয়। মাননীয় ডক্টর শামসুদ্দীন সাহেব সূরা আলে ইমরানের ১০৩-১০৬ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় তাহের আহমদ তারিক সাহেব, নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া। এরপর মাননীয় মুরশিদ আহমদ ডার সাহেব হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) রচিত একটি নযম পরিবেশন করেন।

নযমটি হল- 'দুশমন কো যুলুম কি বরছি সে তুম সিনা ও দিল বারমানে দো। ইয়ে দরদ রাহেগা বান কে দাওয়া তুম সাবার কারো ওয়াক্ত আনে দো।'

অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর ইনচার্জ মাননীয় সৈয়্যদ আফতাব আহমদ নায়্যার সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের স্থাপনা এবং এর কল্যাণসমূহ'। তিনি সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত রীতি যে, মানবজাতিকে জীবনের সঠিক ধারণা সম্পর্কে অবগত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেক যুগে নবী ও রসূলগণকে আবির্ভুত করেন। এই সকল নবী ও রসূলগণ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً এই কুরআনী আদেশ অনুসারে খোদা তা'লার প্রতিনিধি ও খলীফা হিসেবে এসে থাকেন। এই সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ পুণ্য ও খোদাভীতির উপর জামাতের ভিত্তি রেখে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এর পরক্ষণেই খোদা তা'লা তাঁদের আগমণের উদ্দেশ্যাবলী পূরণের উদ্দেশ্যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নবুয়তের অবসান হয়ে খিলাফতের ধারা সূচিত হয়। এই বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করে হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.) বলেছেন-

مَامِنْ نَبُوَّةٍ قَطُّ اِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ (কুনযুল আমাল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৯) অর্থাৎ প্রত্যেক নবুয়তের পর খিলাফতের ধারা সূচিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি হাদীস উপস্থাপন করেন- যার অর্থ হল তোমাদের মধ্যে নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর তিনি সেই ধারা ব্যাহত করবেন। এবং নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা যখন চাইবেন সেটির ধারা ব্যাহত করবেন এবং তাঁর নির্ধারিত তকদীর অনুসারে অত্যাচারী শাসকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে আর ততদিন থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার করুণা উদ্বেলিত না হয় এবং তখন তিনি সেই জুলুমের রাজত্বকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর নবুয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। একথা বলার মহানবী (সা.) নীরব হয়ে যান।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল)

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু যখন ইসলামী খিলাফতকে অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হল এবং এর অবমূল্যায়ন করা হল তখন আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান জাতির কাছ থেকে এই মহান আশিস ছিনিয়ে নিলেন। এরপর প্রথাগত খিলাফত যুগের সূচনা হয়। তুরস্ক শাসন ব্যবস্থা ও উসমানিয়া খিলাফত নামে পরিচিত এই প্রথাগত খিলাফতের পতন যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়, ঠিক সেই সময় আল্লাহ্ তা'লার করুণা উদ্বেলিত হয়ে পতনোন্মুখ ইসলামকে বিরোধীতার ঘোর দুর্যোগ এবং শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে আবির্ভূত করেন যাঁর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থার ধারা সূচিত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর প্রতিশ্রুতি অনুসারে পুণ্যবানদের জামাত ১৯০৮ সালের ২৭ শে মে হযরত হাকীম নুরুদ্দীন (রা.)-এর হাতে একত্রিত হয়। আর এইভাবেই আল্লাহ্ তা'লার দ্বিতীয় কুদরত প্রকাশ পায় আর জামাত আহমদীয়া খিলাফত থেকে লাভবান হতে শুরু করে। ইসলামী খিলাফতের এই মহান কল্যাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন- وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمْ বর্তমান যুগে মুসলমানদের অসংখ্য সংগঠন, সংঘ এমনকি শক্তিশালী দেশ থাকা সত্ত্বেও যুগের বিপদাবলী থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা সকলেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে আর তারা একের পর এক সংকটের মুখে পড়েছে। এর বিপরীতে আহমদীয়া খিলাফতের নেতৃত্বে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের প্রচার ও এর শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে।

সাফ দিল কো কসরতে এজায কি হাজাত নেহিঁ। এক নিশাঁ কাফি হ্যা গার দিল মেঁ হো খওফে কিরদিগার'।

এই অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্যটি রাখেন মাননীয় এডিশিনাল নাযির আলা ও নাযির তলিম শিরায আহমদ সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল- ' হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.)-এর ঈমান উদ্দীপক কর্মব্যস্ততা এবং জামাতের সদস্যদের দায়িত্বাবলী।' তিনি বলেন- আমরা বার বার শুনেছি যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যে হল 'সামিয়েনা ও আতাআনা'। অর্থাৎ শোন এবং আনুগত্য কর। মহানবী (সা.) আমাদেরকে খুলফায়ে রাশেদীনের উপদেশ এবং তাঁদের রীতি মেনে চলার চেষ্টা করার উপদেশ দান করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন কর। একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসও যদি তোমাদের নেতা হয় তবু তার কথা শোন এবং আনুগত্য কর। কেননা, এমন যুগ আসতে চলেছে যে, আমার মৃত্যুর পর তোমাদের মধ্য থেকে যদি জীবিত থাকে, তবে সে দেখবে অনেক বড় মত বিরোধ জন্ম নিয়েছে। অতএব তোমরা সেই সংকটময় মূহুর্তে আমার হিদায়ত প্রাপ্ত খুলফায়ে রাশেদীন-এর রীতি ও সুন্নত অনুসরণ করবে এবং তার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (মসনদ আহমদ)

আমরা জানি যে, যুগের খলীফা আমাদের জন্য আদর্শ বা রোল মডেল হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য যুগ খলীফার উপদেশাবলী এবং তাঁর রীতি অনুসরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। কেননা, যুগ খলীফা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। রসুলে করীম (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর জীবনীকে কিভাবে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা যায় তা যুগ খলীফা আমাদেরকে শেখান। পঞ্চম খলীফা (আই.)-এর জীবনের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আমরা আবিদ খান সাহেবের ডাইরি থেকে জানতে পারি। হুযুর আকদস (আই.)কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যুগ খলীফার প্রতি আনুগত্য এবং ভালবাসা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যুগ খলীফার কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোন এবং যুগ খলীফাকে সব থেকে বেশি ভালবাস। এর ফলে যুগ খলীফার প্রতি আনুগত্য এবং ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। হুযুর বলেন: আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে সেজদাবনত হই, নিজের দুর্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, তার পর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্যটি রাখেন ইতিহাস বিভাগের ইনচার্জ (রাবোয়া) মাননীয় ইসফেন্দিয়ার মুনীব সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল -'হযরত ইমাম হোসেন (রা.) এবং হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব অফ আফগানিস্তান (রা.)-এর জীবনী। তিনি সূরা আহযাবের ২৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করার পর বলেন- কারবালার ময়দানে অত্যাচারিত শহীদগণের নেতা এবং রসূলে করীম (সা.)-এর দৌহিত্র ও প্রাণের টুকরো হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর জন্মের পূর্বে রসূল করীম (সা.)-এর চাচী হযরত উম্মে ফযল একটি সত্য-স্বপ্নে দেখেন যে, রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র দেহের একটি অংশ তাঁর ক্রোড়ে এসে পড়েছে। মহানবী (সা.) এই স্বপ্নে ব্যাখ্যা করে বলেন- ফতেমার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিবে আর তুমি তাকে লালন করবে। ব্যাখ্যা অনুরূপ নবী (সা.)-এর বাগানে (পরিবারে) হিজরতের ৪র্থ বছরের ৫ শাবান তারিখে একটি ফুল প্রস্ফুটিত হল যার সৌরভ সত্য ও বীরত্ব, সংকল্প ও অবিচলতা, ঈমান ও আমল, ত্যাগ ও বিশ্বস্ততার উপত্যকাকে চিরকাল সুরভিত করে রাখবে।

সৈয়্যাদানা হযরত হোসেন (রা.) অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন এবং মুখাবয়বের সঙ্গে তাঁর নানা মহানবী (সা.)-এর অনেক সাদৃশ্য ছিল। হযরত হোসেন (রা.) একদিকে যেমন তাঁর সম্মানীয় পূর্বপুরুষদের অন্যান্য সদগুণাবলী পেয়েছিলেন, তেমনি তিনি বীরত্বও পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তিনি মহাবীর হযরত আলী (রা.)-এর সুপুত্র ছিলেন। তৃতীয় খিলাফতের যুগে বিদ্রোহীরা যখন মদিনা দখল করে নেয়, তখন হাসান ও হোসেন (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে রক্ষা করার জন্য খিলাফত ভবনের দরজায় উন্মুক্ত তরবারি হাতে দন্ডায়মান থেকেছেন।

৫১ হিজরী সনে হযরত আমীর মুয়াবিয়া নিজের পর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নিজের পুত্র ইয়াযীদকে ওলী নিযুক্ত করে জনসাধারণকে বলেন যে, পরবর্তী খিলাফত ও আমারতের বয়আত এখনই করে নিন। হযরত হোসেন এই পদ্ধতিকে খিলাফত নির্বাচন পদ্ধতির পরপন্থী বিবেচনা করে বয়আত করা থেকে বিরত থাকেন। কুফা বাসী যারা ইয়াযীদের বয়আতে আগ্রহী ছিল না, তারা যখন এই সংবাদ পেল তখন হযরত হোসেনকে এই মর্মে প্রায় কুড়ি হাজার সংখ্যক পত্র লিখেন যে, আপনি আমাদের শহরে আসুন, আমরা আপনার আনুগত্য করব। হযরত হোসেন (রা.) মুসলিম বিন আকিল-কে কুফা প্রেরণ করেন। দলে দলে মানুষ বয়আত গ্রহণ এবং সাক্ষাতের জন্য আসতে থাকে। আকিল হযরত হোসেন (রা.)-কে পত্র লিখে জানান যে, আপনি নিঃসঙ্কোচে আসুন। হযরত হোসেন (রা.) ৬০ হিজরী সনের ৮ যুল হজ্জ স্ত্রী ও সন্তান সহ মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই সমস্ত সংবাদ যখন ইয়াযীদের কাছে পৌঁছাল সে বিপদের আশঙ্কা করল যে, পাছে নেতৃত্ব হাত থেকে চলে না যায়। সে উবাইদুল্লাহ্ বিন যিয়াদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করে হযরত মুসলিম বিন আকিলকে তাঁর সঙ্গী-সহচর সহ হত্যা করল।

হযরত হোসেনের (রা.) যাত্রীদল সালবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে এই যন্ত্রনাদায়ক ঘটনার সংবাদ পেলেন। শোকাহত এই দলটি যখন যি চশম-এ পৌঁছাল তখন হুর বিন ইয়াযিদের সৈন্যদল তাঁদের ঘিরে ফেলল। হুর তাঁকে বলল, আপনাকে বন্দী করে ইবনে যিয়াদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ পেয়েছি। হযরত হোসেনের নিষেধ সত্ত্বেও হুর তাঁকে বন্দী করে রাখে। হুর যাত্রীদলকে কারবালার ময়দানে ঘিরে ফেলে। এটি ছিল ৬১ হিজরী সনের ২রা মহরম। ৩ রা মহরম উমর বিন সাদ চার হাজার সৈন্য নিয়ে কারবালা পৌঁছায়। উমর সেখানে পৌঁছেই ইবনে যিয়াদকে সংবাদ প্রেরণ করল যে, আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের আগুন ঠান্ডা করে দিয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল এই যে, ইবনে যিয়াদ সর্বপ্রথম বয়আত করার কথা তোলে এবং ৭ই মহরম সংবাদ পাঠায় যে, যাত্রী দলের জন্য পানি সরবরাহ যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। আদেশ অনুযায়ী ফুরাত নদী থেকে তাদেরকে পানি নিতে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু এই অত্যাচার ও বর্বরতাও হযরত হোসেন (রা.)-এর মাথা নত করতে পারে নি আর 'খিলাফত নির্বাচনের অধিকার দেশবাসীর, কোন পুত্র পিতার পর উত্তরাধিকার হিসেবে এটি দখল করতে পারে না' এই নীতিগত অবস্থান থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

অবশেষে ১০ই মহরম ইয়াযীদের সৈন্যদল এবং সত্তরের কিছু বেশি নিরস্ত্র মানুষ পরস্পর মুখোমুখি হয়। হোসেন (রা.)-এর অশ্বারোহীরা নির্ভয়ে বীরত্বসহকারে কারবালার ময়দানকে নিজেদের রক্তে রঙীন করে তোলে। হোসেন (রা.)-এর ভাই ও ভাতিজারা

এরপর আটের পাতায়

দ্বিতীয় খুতবার শেষাংশ.....

(কুনযুল আমাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩৫২)

অতএব, যেটিকে আমরা বাহ্যতঃ ব্যয় মনে করি বা যেটি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করি- আল্লাহ্ তা'লা বলেন সেটি আসলে ব্যায় নয় বরং আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য, আমার বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তুমি যে খরচ করেছ তা প্রকৃত পক্ষে খরচ নয়, এটি তোমার খাতায় জমা করা হয়েছে আর যখনই তোমার তা প্রয়োজন পড়বে আল্লাহ্ তা'লা ফেরত দিয়ে দিবেন।

অনুরূপভাবে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন: কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচকারীরা সেই ছায়ায় অবস্থান করবে যা তারা খরচ করেছে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল , ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৮৯৫)

কিন্তু একই সাথে তিনি এই শর্তও আরোপ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে অপবিত্র সম্পদ পছন্দনীয় নয়। অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না বরং পবিত্র উপার্জন এবং পরিশ্রম দিয়ে যে সম্পদ আয় করা হয় সেটি যদি তাঁর রাস্তায় খরচ করা হয় তবেই তা কবুল করা হবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)

অতএব, এই বিষয়টিকে সর্বদা আমাদের নিজেদের সামনে রাখতে হবে যে, আমাদের সম্পদ যেন পবিত্র হয়।

হযরত রসূলে করীম (সা.) এর সাহাবীগণ কীভাবে চেষ্টা- সংগ্রাম করে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং রসূলে করীম (সা.)-এর কোন আর্থিক তাহরীকে অংশ নেওয়ার জন্য উপার্জন করতেন এবং চাঁদা দান করতেন, সদকা-খয়রাত করতেন তার বর্ণনা এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত আবু মাসুদ আনসারী বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যখনই সদকা বা আর্থিক কুরবানীর কোন তাহরীক করতেন তখন আমাদের কিছু ব্যক্তি বাজারে চলে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে তারা পরিশ্রম করতেন আর এর পারিশ্রমিক হিসেবে কেউ যদি এক 'মুদ' পরিমাণ কিছু পেত তাহলে তারা সেটুকুই খোদা তা'লার রাস্তায় খরচ করে দিতেন।

'মুদ' হল একটি পরিমাপ, যার মাধ্যমে শস্য পরিমাপ করা হয়। এটি হয়তো এক কিলোর চেয়েও কম বা এর সমপরিমাণ ওজন। কিন্তু যাইহোক, সেই সাহাবী বলেন যে, তখন তাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে তারা বাজারে চলে যেতেন এই আর্থিক কুরবানীতে কিছুটা অংশ গ্রহণ করার জন্য। আর এখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই পৃথিবীতে এমনভাবে আশিসমণ্ডিত করেছেন যে, তাদের অনেকের কাছেই এক লক্ষ করে দিনার বা দিরহাম রয়েছে। "

(সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সম্পর্কে এক বর্ণনায় এসেছে যে, যখন তিনি মুসলমান হন, তখন তাঁর ব্যবসা-বানিজ্য এবং অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও চল্লিশ হাজার আশরাফি সঞ্চিত ছিল। তিনি এই সমস্ত সম্পদ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যয় করার সংকল্প করেন এবং ব্যয় করতে থাকেন। আর হিজরতের সময় তাঁর কাছে শুধুমাত্র পাঁচশত আশরাফি অবশিষ্ট ছিল।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯১)

সেই যুগের যে স্বর্ণের আশরাফি ছিল তার বর্তমান মূল্য হয়তো আনুমানিক এগার-বার মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমাণ হবে যা আমাদের ওয়াকফে জাদীদের সারা পৃথিবীর বাজেটের চেয়েও বেশি। তো এটি ছিল অবস্থা সেইসব সাহাবীদের। যাদের কাছে কিছুই ছিল না, তারাও কায়িক পরিশ্রম করেও কিছু অর্থ চাঁদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আর যাদের কাছে অর্থ-সম্পদ ছিল যথেষ্ট পরিমাণে তারা নিঃস্ব হওয়ার কোন পরওয়া করেন নি বা চিন্তা করেন নি এবং আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় নির্দ্ধিধায় ও নিঃসঙ্কোচে খরচ করে গেছেন।

একই দৃষ্টান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)- এর কুরবানী সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা আমরা শুনি যে, তিনি অসংখ্য কুরবানী করেছেন। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ডা. খলীফা রশিদ উদ্দিন ছিলেন যিনি উম্মে নাসেরের পিতা ছিলেন, তিনি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর দাবি সম্পর্কে শুনতে পান তখন সাথে সাথে তিনি বলেন যে, এত বড় দাবি যে ব্যক্তি করে সে মিথ্যাবাদী হতে পারে না আর সাথে সাথেই তিনি বয়আত করে নেন। এরপর আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রগামী থাকেন। পেশায় তিনি ডাক্তার ছিলেন, সরকারী চাকুরিজীবি ছিলেন। আর্থিকভাবে অনেক স্বচ্ছল ছিলেন। তিনি বেশ ভাল উপার্জন করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে নিজের বার জন হাওয়ারীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর কুরবানী এত বেশি পরিমাণ ছিল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে এই সনদ দেন যে, তিনি জামা'তের জন্য এত বেশি পরিমাণ আর্থিক কুরবানী করেছেন যে, তার আর কোন কুরবানী করার প্রয়োজনই নাই। যাহোক, যারা কুরবানী করত, এই সনদ পাওয়ার পর তারা কুরবানী ছেড়ে দিয়েছে তা নয়। বরং তারা কুরবানী করে গেছেন। যখন গুরুদাসপুরের মামলা চলছিল তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বন্ধুদের মাঝে এই তাহরীক করেন যে, খরচ বেড়ে যাচ্ছে, মামলারও খরচ রয়েছে। বিশেষ করে লঙ্গরখানার খরচ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সেখানে অবস্থানের কারণে গুরুদাসপুরেও লঙ্গর চলছিল আর কাদিয়ানেও লঙ্গর চলছিল, উভয় জায়গায় লঙ্গর চালু ছিল। তো এই কারণে যখন তিনি আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন, ঘটনাক্রমে খলীফা রশীদ উদ্দিন সাহেব সে দিনই বেতন পান, যেদিন এই তাহরীক সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন। অতএব, তিনি নিজের পুরো বেতন হযরত মসিহ মওউদ (আ.) এর খেদমতে উপস্থাপন করেন যা সেই যুগে ৪৫০ রুপি ছিল এবং তা অনেক বড় অর্থ ছিল। আজকাল তা লক্ষ টাকার সমপরিমাণ হবে। তাঁকে তার কোন এক বন্ধু বলেন যে, নিজের ঘরের প্রয়োজনের জন্য কিছু রেখে দিন। তখন তিনি উত্তর দেন যে, খোদা তা'লার মসীহ্ বলছেন যে, ধর্মের জন্য প্রয়োজন রয়েছে। আমি কার জন্য রাখব?

(১৯২৬ সালে জলসা সালানা কাদিয়ানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) প্রদত্ত ভাষণ, আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৩)

যখন ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে তখন ধর্মের জন্যই আমি সব কিছু উপস্থাপন করব।

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক মমতার সাথে নিজের কতিপয় গরীব আহমদী ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেন, তাদের কুরবানীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি নিজের জামা'তের ভালোবাসা এবং নিষ্ঠায় আশ্চার্যান্বিত হই যে, তাদের মাঝে অত্যন্ত স্বল্প আয়ের লোক যেমন মিয়া জামালুদ্দিন, খায়রুদ্দিন আর ইমামুদ্দিন কাশ্মিরী, তারা আমার গ্রামের কাছাকাছি থাকেন। তারা তিন জন গরীব ভাই, যারা হয়তো বা দৈনিক তিন আনা বা চার আনার মজদুরী করে থাকেন; কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মাসিক চাঁদায় অংশ নেন। নিয়মিত তারা চাঁদা আদায় করেন।

তিনি বলেন, তাদের বন্ধু মিয়া আব্দুল আযিয পাটওয়ারীর নিষ্ঠাও আমাকে আশ্চার্যান্বিত করেছে, তার অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও একদিন তিনি একশত রুপি দিয়ে যান এবং বলেন যে, আমি চাই এটি যেন খোদার রাস্তায় খরচ করা হয়। তিনি বলেন যে, একশ রুপি হয়তো বা সেই গরীব ভাই কয়েক বছর ধরে সঞ্চয় করেছিলেন; কিন্তু খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল।

(পরিশিষ্ট আঞ্জামে আথাম পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড, ১১, পৃষ্ঠা: ৩১৩-৩১৪)

হযরত রসূলে করীম (সা.) এর সাহাবীদের কয়েকটি ঘটনা আমি উল্লেখ করলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবীদেরও কয়েকটি ঘটনা আমি উল্লেখ করলাম। এই যে আর্থিক কুরবানীর ধারাবাহিকতা, এটি খোদা তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে এই কুরবানীর সেই ব্যুতপত্তি দান করেছেন যা এ জগতে আর কাউকে দেওয়া হয় নি। যেকথা আমি পূর্বেই বলেছি। আর এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিবছর দেখতে পাই।

আজ যেহেতু রীতি অনুযায়ী জানুয়ারির প্রথম খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করা হয়, এই প্রেক্ষিতে আমি ওয়াকফে জাদীদে যারা আর্থিক কুরবানী করেছেন তাদের কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করব যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানীর কারণে তাদেরকে এই পৃথিবীতেও পুরস্কৃত করেন যা তাদের ঈমানের দৃঢ়তারও কারণ হয়।

আর্থিক কুরবানী কত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মানুষ করে থাকে এবং তারা সেই আদর্শ অনুসরণ করে যা সাহাবীরা উপস্থাপন করেছিলেন। যার উল্লেখ আমি করেছি। তাঁরা আর্থিক কুরবানীর তাহরীক শুনে বাজারে চলে যেতেন এবং যৎসামান্য যে পারিশ্রমিক পেতেন তা নিয়ে রসূলে করীম (সা.) এর খেদমতে উপস্থাপন করতেন। এর দৃষ্টান্ত আজও আমরা দেখতে পাই।

বুরকিনাফাসোঁর আমীর সাহেব লিখেন যে, বিরজী রিজিওনে আমাদের একটি জামা'ত রয়েছে যার নাম হল কারি। সেই গ্রামের কাছাকাছি কোন স্থানে সরকারের পক্ষ থেকে ফাইবার অপটিকের তার মাটিতে বিছানো হচ্ছে। কারী জামা'তের কিছু খোদ্দাম ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলেন যে, তাদেরকে যেন এক কিলোমিটার মাটি খননের কাজ দেওয়া হয়। কাজ পাওয়ার পর জামা'তের খোদ্দামরা মিলে খননের কাজ করেন এবং এর পারিশ্রমিক হিসেবে এক মিলিয়ন ফ্রান্স সিফা যা প্রায় সাড়ে বার শ' পাউন্ড এর সমপরিমাণ ছিল তা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় তারা দিয়ে দেন। সুতরাং যেরূপ আমি বলেছি, এই উৎসাহ-উদ্দীপনা জামা'তে আহমদীয়া ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে যুবক এবং শিশুদের মধ্যেও চাঁদার কল্যাণে ঈমানে দৃঢ়তা প্রদান করেন তার একটি উদাহরণ আমি তুলে ধরছি। বুরকিনাফাসোঁর বানফুরা রিজিওনের একজন সদস্য নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, আমার এক সফরে যাওয়ার কথা ছিল এবং ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হচ্ছিল, অপর দিকে ফসল কাটা হচ্ছিল। আমি যাওয়ার পূর্বে আমার সন্তানদের বলি যে, ফসল কাটা শেষ হলে তার থেকে দশ ভাগের একভাগ আলাদা করে চাঁদা দিয়ে দিবে। একথা বলে আমি সফরে চলে যাই। পরবর্তীতে আমার সন্তানরা সম্পূর্ণ ফসল ঘরে নিয়ে আসে এবং চাঁদা দান করে নি। তিনি বলেন যে, আমি যখন ফিরে এসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে তারা সম্পূর্ণ ফসল ঘরে নিয়ে এসেছে, তখন আমি তাদেরকে বলি যে, এখনই সমস্ত ফসল বাইরে বের কর এবং চাঁদার অংশ আলাদা কর। অতএব যখন তারা সম্পূর্ণ ফসল বাইরে বের করে চাঁদার অংশ আলাদা করে পুনরায় তা ঘরে এনে রাখে তখন দেখা যায় তা একটুও কম হয় নি। সন্তানরা এটি দেখে অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত ছিল যে, চাঁদার অংশ আলাদা করার পরও ফসলের পরিমাণ এতটুকুও কম হয় নি। এতে আমি তাকে বলি যে, এটি আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে দেখিয়েছেন যে, তাঁর রাস্তায় খরচ করলে আমাদের সম্পদে ঘাটতি হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। এটি হল তাদের ঈমানের অবস্থা যারা হাজার হাজার মাইল দূরে বসে আছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে তারা গ্রহণ করেছে এবং সঠিক ইসলামের শিক্ষার ওপর আমল করছে।

চাঁদার কল্যাণে বিপদ দূর হওয়া এবং ঈমান দৃঢ় হওয়ার বিষয়ের একটি ঘটনা রয়েছে। আইভোরিকোষ্টের দাপেঙ্গ নামে একটি জামাতের এক আহমদী বন্ধু ইয়াকুব সাহেব বলেন যে, আমি দীর্ঘ দিন থেকে আহমদী ছিলাম কিন্তু চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অংশ নিই নি। পূর্বে আমার জীবনে সর্বদা বিপদ লেগেই থাকত। কখনও সন্তানরা অসুস্থ থাকত, কখনও মাঠের ফসলের কারণে দুশ্চিন্তা থাকত, কিন্তু গত তিন বছর থেকে আমি চাঁদা ওয়াকফে জাদীদের ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছি আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আর্থিক ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে অংশ নেওয়ার পর থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমার জীবন পাল্টে দিয়েছেন। আমার সন্তানরা এখন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান আর আল্লাহ্‌র কৃপায় ফসলও অনেক বেশি হয় ।

আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নওমোবাইনদের মাঝেও কুরবানীর চেতনা সৃষ্টি হচ্ছে। আইভোরিকোষ্টের এক বন্ধু যাবুলু আহমদ সাহেব কিছুদিন পূর্বে খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি নিজ শহরে একা আহমদী এবং নিয়মিত আমার খুতবাও শুনেন। জামা'তী অনেক প্রোগ্রামের তিনি নিয়মিত শ্রোতা। তার মাঝে অনেক নিষ্ঠা রয়েছে। তিনি ঈমান ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নতি করেছেন। বয়আতের পূর্বে তিনি ফরাসি ভাষায় জামা'তি সাহিত্য অধ্যয়ন করে। এখন অনেক ভাল দাঈইলাল্লাহ হয়ে তবলীগের কাজ করেন তিনি। তিনি নিজের গ্রাম ত্যাগ করে আমাদের জামা'তের সেন্টারের কাছাকাছি বসবাস করতে থাকেন যাতে ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারেন। সেই সময় তার কাছে কোন কাজ ছিল না। বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে তার কাজের সমস্যা দেখা দেয়। তিনি কাজের সন্ধানে ছিলেন, তার স্ত্রী কিছু উপার্জন করছিলেন। আর এর মাধ্যমেই ঘরের খরচ চলছিল। তার কাছে যখন চাঁদার তাহরীক হয় তখন অভাব অনটন সত্ত্বেও পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা তিনি চাঁদা আদায় করেন এবং বলেন যে, এটি আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে চাঁদা। আর বলেন যে,আমার অভাব অনটন রয়েছে ঠিকই; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বরকত থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না।

চাঁদা আদায়কারীদের আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কীভাবে প্রশান্তি লাভ হয় এই বিষয়ে আইভোরিকোষ্টের আমাদের একজন মুবাল্লেগ লিখেন: আইভোরিকোষ্টে বন্দুকু শহরকে ইসলামের দুর্গ বলে মনে করা হয় আর এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে মৌলভীরা। এখানে আমাদের একজন তবলীগাধীন বন্ধু আব্দুর রহমান বয়আত করেন। জামা'তের সাথে তার পরিচয় হয় একটি প্যামপ্লেটের মাধ্যমে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি চার বছর পূর্বে খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে সপরিবারে মুসলমান হই; কিন্তু আমার হৃদয় প্রশান্তি পাচ্ছিল না। যখন আমি জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারি এবং মিশন হাউসে গিয়ে তাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করি, তখন আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে যাই এবং বয়আত করে নিই। তিনি বলেন যে, যখন আমি বয়আত করি তখন ডিসেম্বর মাস ছিল। মুবাল্লেগ সাহেব মসজিদে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং চাঁদার তাহরীক করেন। আমার পকেটে তখন দুই হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা ছিল, যা থেকে আমি এক হাজার তৎক্ষণাৎ ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই। তিনি বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ, সেদিন থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমার জীবনটাই পাল্টে দিয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লা আমার কাজে বরকত প্রদান করেছেন। যেখানেই আমি কাজ করি সেখানে অফিসারবর্গসহ সবাই আমার সম্মান করে এবং স্বল্প আয়ের মধ্যেও এত বরকত হয় যে, আমি অত্যন্ত স্বচ্ছল জীবন যাপন করছি। তিনি বয়আত করার পর প্রথম দিন থেকেই চাঁদার ব্যবস্থাপনার স্থায়ী অংশ হয়ে গেছেন।

তাঞ্জানিয়ার এক গ্রামের একজন নওমোবাইনের ঘটনা উপস্থাপন করব। সিতেম্বা গ্রামের জিনিপালু সাহেব বলেন, আমি চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত কার্পণ্য করতাম। আমাকে যখন চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হত তখন আমি কোন না কোন অজুহাত প্রদর্শন করতাম। তিনি বলেন যে, আমি কয়লা প্রস্তুতের কাজ করতাম আর আমার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। এই কারণেও আমি চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতাম; কিন্তু যখন থেকে আমি আল্লাহ্ তা'লা রাস্তায় খরচ করার বিষয়টি অনুধাবন করেছি তখন থেকে আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আর এ বছর আমি ফসল রোপন করে তা থেকে ৫৬ বস্তা ধান লাভ করি যেখানে পূর্বে সেই জমিতে আট বা দশ বস্তা ফসল পাওয়া যেত। তিনি বলেন যে, এই সমস্ত কিছু আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করারই সুফল। যখন থেকে আমি চাঁদা আদায় করা শুরু করেছি, তখন থেকে আমার জীবন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আমার আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছে। এখন আমি ছয় কক্ষের একটি নতুন বাড়ি বানাচ্ছি। আর বড় বাড়ি বানানোর কারণ হল, আমি চাই যখনই জামা'তের মেহমানরা আমাদের গ্রামে আসবে তারা যেন আমার বাড়িতে থাকে এবং আমি যেন অতিথি সেবার সুযোগ পাই। দেখুন এই যে খরচ নিজ বসতভিটার জন্য করছেন সেই ক্ষেত্রেও তিনি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং তাঁর ধর্মের সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে ধর্মের জন্য খরচ করাই তার মূল উদ্দেশ্য ।

মালীর মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন যে, একদিন আমাদের মিশন হাউসে এক বন্ধু আব্দুর রহমান সাহেব আসেন এবং বলেন যে. আমি বয়আত করতে চাই। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কেন বয়আত করতে চান? তিনি বলেন যে, আমার দাদা এক বড় বুযর্গ ছিলেন। তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে, ইমাম মাহদীর আগমন হয়েছে এবং তার একটি লক্ষণ তিনি এটিও বলেছিলেন যে, ইমাম মাহদীর অনুসারীরা ইসলাম প্রচারের জন্য আর্থিক সহায়তা করবে। তিনি বলেন যে, যখন আমি আপনাদের রেডিওতে শুনি যে, ইমাম মাহদীর ঘোষণা করা হচ্ছে আর একই সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবা আমি শুনি যাতে তিনি আর্থিক কুরবানীর ঘটনার উল্লেখ করছেন, তখন আমি বুঝতে পারি যে, ইনিই সেই ইমাম মাহদী যাঁর সম্পর্কে আমাদের দাদা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আমি বয়আত করতে চাই, অতএব তিনি বয়আতও করেন আর নিয়মিতভাবে তিনি চাঁদাও দিচ্ছেন আর আর্থিক ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে গেছেন।

যারা চরম দারিদ্রতার মধ্যে নিপতিত তারাও আর্থিক কুরবানী করেন আর এরপর আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে অদ্ভুদভাবে পুরস্কৃত করেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন। গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন যে, ফাতেমা জালু নামে এক উনপঞ্চাশ বর্ষীয়া মহিলা নায়ামিনা ওয়েষ্ট অঞ্চলের কুন্ডা গ্রামে বসবাস করেন। যখন তার কাছে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা বলা হয় তখন তিনি বলেন যে, আমার কাছে কোন পয়সা নেই কিন্তু আমার বান্ধবী কিছুদিন পূর্বে আমাকে একটি মুরগি উপহার দিয়েছে। এটি সেই ঘটনার ন্যায় যেভাবে কাদিয়ানে এক মহিলা মুরগির ডিম ও মুরগি নিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। তো তিনি বলেন যে, জামা'ত যদি এটিকে গ্রহণ করে তাহলে এটি তিনি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিতে চান। তিনি এই মুরগি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। চাঁদা আদায়ের পর তিনি বলেন যে, আমি নিজের চাচার বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যিনি ঘরের একমাত্র ভরণপোষণকারী ছিলেন আর চার মাস পূর্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে সেনেগালে তাকে সাত বছরের

কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং তিনি জেলে রয়েছেন। যাহোক তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়, আর তিনি আমার কাছে দোয়ার জন্য চিঠিও লিখেন। চাঁদা আদায়ের পর চাঁদার বরকতও ছিল । যাইহোক এরপর তিনি বলেন যে, দু'মাস পর তিনি জানতে পারেন যে, তার চাচাকে সরকার ক্ষমা করে দিয়েছে এবং তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তার মুক্তি সম্পর্কে যে শুনেছে সেই বলত যে, এটি একটি নিদর্শন। অন্যথায় এই অপরাধের ক্ষমা লাভ সম্ভব নয়। এই মহিলার চাচা আল আমীন জালু সাহেব যখন এই ঘটনা জানতে পারেন যে তার ভাইঝি এভাবে চাঁদা দান করেছিল এবং আমার কাছে দোয়ার জন্যও লিখেছিল যার ফলে তার মুক্তি লাভ হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন আর তিনিও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ফাতেমা সাহেবা নিয়মিত চাঁদা দেন, তবলীগও করেন, আর মানুষকে বলেন যে, চাঁদার কল্যাণে চাচা মুক্তি লাভ করেছেন, যার জন্য তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন।

আর শুধু আফ্রিকাতেই নয়, আহমদীরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এইসব উন্নত দেশসমূহেও ঈমান এবং নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নত নমূনা প্রদর্শন করেন। অষ্ট্রেলিয়ার মুবাল্লেগ সৈয়দ ওয়াদুদ সাহেব লিখেন- মেলবোর্নে একজন খাদেম যিনি ইউনিভার্সিটির ছাত্র, তিনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু জুমুআর নামাযে আর্থিক কুরবানীর দিকে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি আরো সাড়ে পাঁচশত ডলারের ওয়াদা করেন এবং পরের দিন তা দিয়ে দেন। এই খাদেম পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম কাজ করেন এবং প্রতি ১৫ দিন পর তিনি ৫ শত ৩০ ডলার পান; কিন্তু তিনি বলেন এই সপ্তাহে বারশ বত্রিশ ডলার পান যা তিনি কখনই আশা করেন নি। তিনি বলেন যে, এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করার ফলশ্রুতিতে হয়েছে।

এরপর ফিজির আমীর সাহেব নাসরাওয়াঙ্গা জামা'তে বসবাসকারী এক যুবক সম্পর্কে লিখেন যে, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সেই যুবক জামাতের সেক্রেটারী মাল হিসেবে সেবা করছেন। যখন থেকে তিনি চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তার ব্যাবসায় অনেক বরকত প্রদান করেছেন। তার স্ত্রী যিনি একটি খ্রিষ্টান পরিবার থেকে এসেছেন, তিনি বলেন যে, এই সব কিছু ধর্মের সেবা এবং আর্থিক কুরবানীর ফসল, নতুবা পূর্বে আমাদের ঋণ কখনও পরিশোধই হত না।

এরপর বেনীন রিজিওনের ইনা নামে একটি পুরোনো জামা'ত রয়েছে, সেখানকার মুয়াল্লেম হামীদ সাহেব লিখেন যে, এখানকার স্থানীয় জনগণের অধিকাংশ কৃষিকাজ করে এবং কাপাস তুলা চাষ করে। এ বছর চাষিরা কাপাস তুলা সংগ্রহ করে কারখানা পাঠানোর উদ্দেশ্যে গ্রামের এক জায়গায় স্তুপ করে রাখে; কিন্তু একদিন হঠাৎ তুলোর স্তুপে আগুন লেগে যায় এবং কোটি কেটি টাকার তুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তখন শুধুমাত্র একব্যক্তির তুলো অক্ষত থাকে যিনি জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান সদস্য। স্থানীয় লোকেরা তাকে বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা যে আপনার তুলো অক্ষত রেখেছেন, এটি একটি মোযেযা বা নিদর্শন। তখন সেই আহমদী বন্ধু বলেন যে, আমার বিশ্বাস, খোদা তা'লা এ জন্য আমার সম্পদ রক্ষা করেছেন যে আমি আহমদী আর প্রতিমাসে আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় চাঁদা দিই।

কঙ্গো ব্রাজবিলের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন যে, এক মহিলা মাদাম আয়েশা, তিনি সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। একদিন তিনি নিজের ছেলের সাথে মিশন হাউসে আসেন এবং নিজের ভীষণ অভাব অনটনের কথা উল্লেখ করেন। অভাব অনটনের একটি কারণ স্বামীর পক্ষ থেকে কোন খরচ না পাওয়ার পাশাপাশি আরেকটি কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, সরকারের পক্ষ থেকে যে মাসিক বেতন তিনি পেতেন তাও পূর্বের ঋণের টাকা কেটে নিয়ে অর্ধেক বেতন পাচ্ছিলেন। তিনি ঋণ নিয়েছিলেন। অর্ধেক বেতন পাচ্ছিলেন। আর স্বামীও কিছু দিচ্ছিল না। তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তগ্রস্ত ছিলেন। আমার কাছে দোয়ার জন্য চিঠি লেখার কথা তিনি বলেন। আরেকটি পরামর্শ তিনি তাকে এটি দেন যে, চাঁদা সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিতভাবে দিতে থাকুন। তিনি বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠি লেখার পাশাপাশি নিয়মিত চাঁদা দেওয়াও আরম্ভ করেন। আর নিজের পরিবারের পক্ষ থেকেও তিনি চাঁদা দেন। তিনি বলেন, কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামী নিজে থেকেই ঘরের ভাড়া, বাচ্চাদের স্কুলের ফিস দেওয়া শুরু করে। আর অপর দিকে তার বড় বোন যিনি মরহুম পিতার সমস্ত সম্পদ দখল করে রেখেছিলেন সে প্রথমবার এই বোনকে এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক সিফা পাঠিয়ে দেন। এই আহমদী মহিলা সাথে সাথে মিশন হাউসে ফোন করে বলেন যে, চাঁদার বরকতে আমার সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে গেছে। আর এরপর তিনি মিশন হাউসে এসে আরো দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা প্রদান করেন।

কানাডার লাজনা ইমাইল্লাহর সদর সাহেবা লিখেন যে, ইউনির্ভাসিটির এক ছাত্রী বলে, একবার আমার লোকাল সেক্রেটারী বলেন যে, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা তুমি অবশ্যই দাও, এভাবে খোদা তা'লা তোমার সমস্যা দূর করবেন। সেই ছাত্রী বলে যে, তখন আমার কাছে মাত্র পঞ্চাশ ডলার ছিল যা একজন ছাত্রী হিসেবে অনেক বড় অংক ছিল; কিন্তু আমি তা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই এবং খোদা তা'লার রাস্তায় কুরবানী করার কিছুদিন পরই ইউনিভার্সিটি থেকে আমি আটশ ডলার স্কলারশিপ হিসেবে পাই আর আল্লাহ্ তা'লা আমার এই কুরবানীর কারণে আমাকে অনেক বড় পুরস্কারে ভূষিত করেন।

মিশরের একজন আহমদী রয়েছেন আব্দুর রহমান সাহেব তিনি বলেন - এটি সম্ভবত জুন মাসে তিনি লিখেছেন। তিনি বলেন গত জুমুআয় আমার কাছে একশত মিশরীয় পাউন্ড ছিল, যার পঞ্চাশ পাউন্ড আমি জামা'তকে দান করি এবং পঞ্চাশ পাউন্ড আমার খরচের জন্য রেখে দিই। আমি নিজের ঘর এবং এলাকা থেকে দূরে থাকি, যেখানে খোদা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। পরের দিন আমি হঠাৎ জানতে পারি যে, মাসিক বেতন যা সাধারণত বিলম্বে আসে এবার তা তাড়াতাড়ি এসেছে এবং সেদিনই তা তুলে নেওয়া উচিত । তারপরও দু'দিন পরে সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে, সরকারের পক্ষ থেকে মাসিক বেতনের ষাট শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন আমার ইচ্ছা হল পরবর্তী জুমুআতে এর অর্ধেক অংশ আমি খোদা তা'লার রাস্তায় দিয়ে দিব, দোয়া করুন, খোদা তা'লা যেন তাঁর রাস্তায় খরচ করার আনন্দ অনুভব করান।

এরপর ভারতের আমাদের একজন ইন্সপেক্টর সাহেব সেলিম খান লিখেন যে, গুজরাত প্রদেশে জামা'তি সফরে গেলে সাম্বাড়িআলা অঞ্চলের এক বন্ধুর সাথে ফোনে যোগাযোগ হলে আমরা তাকে বলি যে, আমরা এক ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে আসছি। এক ঘন্টা পর আমরা যখন তার কাছে যাই, তখন কথাবার্তা চলছিল, হঠাৎ দুই ব্যক্তি আসে আর তার সাথে কথা বলে তার রিফ্রিজেরেটর তুলে নিয়ে যায়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে এটি কি? তিনি বলেন যে, আসল কথা হল আপনি বলেছিলেন যে, আমরা আসছি আর আমাদের কাছে কোন পয়সা ছিল না, আর আমাদের ঘরে এই ফ্রিজ ছিল। তো আমি এটি বিক্রি করে দিলাম। আমি তাকে বলি যে, এত তাড়াহুড়োর কিছু ছিল না। বিক্রি করার প্রয়োজন নেই, আপনি এখনও সেটি ফেরত নিতে পারেন। তিনি বলেন, কেউ কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কাছে আসবে আর আমরা তাকে খালি হাত ফেরত পাঠাব তা হতে পারে না। আর বাকী রইল ফ্রিজের বিষয়, তা ইনশাআল্লাহ্ পুনরায় ক্রয় করে নিব। আল্লাহ্ তা'লা তার ধন-সম্পদে বরকত দিন। আর এই ব্যক্তি ভাড়া ঘরে থাকেন, মিস্ত্রির কাজ করেন, অভাব অনটন সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করা থেকে পিছিয়ে থাকেন নি।

অনুরূপভাবে ভারত থেকেই ওয়াকফে জাদীদ ইন্সপেক্টর মুনাওয়ার সাহেব, তিনি লিখেন, উত্তর প্রদেশের সানধান জামা'তে, জামা'তি সফরে যাই। সেখানে এক বন্ধুর কাছে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের জন্য বললে তিনি নিজের সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এখন অবস্থা ভাল নয়, আগামীকাল সকালে আসুন তার পর দেখা যাবে। পরের দিন সকালে তার কাছে গেলে তিনি বলেন যে, অর্থের ব্যবস্থা হয় নি। দেখুন বাচ্চাদের মাঝেও কুরবানীর কতটা প্রেরণা রয়েছে। তার ছোট মেয়ে ছিল তার পাশে, সে তার পিতার কাছে এসে বলে যে, আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, শীত পড়ছে আর এই শীতে নতুন জুতো কিনে দিবেন। আপনি জুতা কেনার জন্য যে অর্থ তুলে রেখেছেন তা আমাকে দিয়ে দিন। সেই মেয়ে জোর করে তার পিতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেয় এবং পুরোটা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয় এবং বলে যে, জুতা পরে কেনা যাবে, প্রথমে চাঁদা নিয়ে নিন। এমনিতে আমি তাদেরকে বলে রেখেছি যে, এমন সব পরিবার বা এমন লোকদের প্রতি একটু যত্নবান হবে। তারা দিতে চাইলেও নিবেন না। কিন্তু যাইহোক কিছু কিছু লোক বাধ্য করে, অনেকটা জোর করেই দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে জামা'তের উচিত তাদের খেয়াল রাখা।

পুনরায় ওয়াকফে জাদীদের আরও এক ইন্সপেক্টার রয়েছেন ভারতের ফরিদ সাহেব। তিনি বলেন যে, নভেম্বর মাসে উত্তর প্রদেশে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে গেলে জানতে পারি যে, মেরঠেও একটি আহমদী পরিবার রয়েছে এবং অনেক বছর ধরে তাদের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। যখন তাদের ঘরে যাই এবং তাদেরকে আর্থিক কুরবানীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি তখন তারা বলে যে, আমরা শুধু ওয়াকফে জাদীদই নয় বরং সব চাঁদায় অংশ গ্রহণ করতে চাই। অতএব, তিনি লাজেমি চাঁদার বাজেটও

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol-3 Thursday, 8 Feb, 2018 Issue No. 6

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

লেখান আর একই সাথে ওয়াকফে জাদীদ, তাহরীকে জাদীদ এবং অঙ্গসংগঠনের চাঁদার বাজেটও লেখান আর পনের হাজার রুপি তখনই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কল্যাণে একটি পরিবারের সাথে জামা'তের যোগাযোগ পুনর্বহাল করেন। যেরূপ পূর্বেও আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে অলসতা হয়ে থাকে। জামা'তগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হয় না আর অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় পর্যন্ত যোগাযোগ করা হয় না। তাই পুরো ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় হতে হবে যেন তারা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে।

এই কিছু ঘটনা ছিল যা আমি বর্ণনা করেছি, এগুলো একদিকে যেমন ধর্মের খাতিরে আর্থিক কুরবানী করার বিষয়ে আমাদেকে জ্ঞান দান করে, তেমনি একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা, আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা এবং তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হওয়ার আরও দলীল বহন করে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, জামা'তের সদস্যদের ঈমান এবং বিশ্বাস যেন উন্নতি করতে থাকে এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়।

গত বছর জামা'ত ওয়াকফে জাদীদ খাতে যে কুরবানী দিয়েছে এবং জামা'তগুলোর যে পজিশন রয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলব।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফে জাদীদের ৬০তম বছর ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। জানুয়ারি থেকে ৬১তম বছর আরম্ভ হয়েছে। আর বিশ্ব আহমদীয়া জামা'ত এ বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে ৮৮,৬২,০০০ পাউন্ড কুরবানী করেছে। গত বছরের তুলনায় ৮,৪২,০০০ পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ। সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে পাকিস্তান তো প্রথম স্থানেই থাকে, তারা ছাড়া অন্যান্য দেশের ওয়াকফে জাদীদের ক্ষেত্রে অবস্থানগুলি হল- প্রথম দশটি দেশের মধ্যে যুক্তরাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে, জার্মানি দ্বিতীয় (তাহরীকে জাদীদের ক্ষেত্রে এটি বিপরীত ছিল) তৃতীয় আমেরিকা, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্য-প্রাচ্যের একটি জামা'ত , ইন্দোনেশিয়া অষ্টম, নবম স্থানে মধ্য-প্রাচ্যের আরেকটি দেশ, আর দশম স্থান অধিকার করেছে ঘানা । ঘানা এবারও অনেক উন্নতি করেছে এক্ষেত্রে।

স্থানীয় মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে চাঁদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কানাডা সবার ওপরে রয়েছে। তারা বেশ ভাল বৃদ্ধি করেছে, এছাড়া আফ্রিকার দেশসমূহের ক্ষেত্রে নাইজেরিয়া বেশ ভাল বৃদ্ধি করেছে, তারা ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। মালী ৫৫ শতাংশ, সিয়েরালিওন ৪৫ শতাংশ, ক্যামেরুন ৪৫ শতাংশ, ঘানা ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় তারা এই বৃদ্ধি করেছে।

আসল কথা হল অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর ওয়াকফে জাদীদে ১৬ লাখের অধিক চাঁদা আদায়কারী অংশ নিয়েছে। আর নতুন চাঁদাদাতার সংখ্যা হল ২ লাখ ৬৮ হাজার। আর অংশগ্রহণকারীদের বৃদ্ধির দিক দিয়ে নাইজেরিয়া প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর সিয়েরালিওন, এরপর নাইজার, বেনীন, মালী, ক্যামরুন, আইভোরিকোষ্ট, সেনেগাল, বুরকিনাফাঁসো, গাম্বিয়া, গিনিবাসাও, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া ও জিম্বাবুয়ে। এই ক্ষেত্রে এরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে ।

ওয়াকফে জাদীদে দুই প্রকার চাঁদা হয়ে থাকে। আতফাল এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তান এবং কানাডা অনেক কাজ করেছে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে এবার অষ্ট্রেলিয়াও বেশ ভাল কাজ করেছে। পাকিস্তানে প্রথম তিনটি স্থান হল প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া, তৃতীয় করাচী, আর জেলার দিক থেকে প্রথম নম্বরে ইসলামাবাদ এরপর রাওয়াল পিণ্ডি, এরপর সারগোদা, গুজরাত, ওমর কোট, হায়দারাবাদ, মিরপুর খাস, ডেরাগাজী খান, কোটলি কাশ্মির (পাক অধিকৃত) ও এরপর কোয়েটা।

আদায়ের দিক থেকে পাকিস্তানে প্রথম দশটি জামা'ত হল- ইসলামাবাদ শহর, টাউন শিপ, গুলশান ইকবাল করাচি, সামানাবাদ লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি শহর, আযিযাবাদ করাচি, দিল্লি গেইট লাহোর, মোঘলপুরা লাহোর, সারগোদা শহর এবং ডেরাগাজী খান শহর।

আতফালের তিনটি বড় জামা'ত হল: লাহোর প্রথম স্থানে রয়েছে, দ্বিতীয় করাচী এবং তৃতীয় রাবওয়া। আর জেলার পজিশনের দিক থেকে এক নম্বরে সারগোদা, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরাত, ফয়সালাবাদ, হায়দারাবাদ, নারওয়াল, ডেরাগাজী খান, কোটলি কাশ্মীর (পাক অধিকৃত), শেখুপুরা এবং দশম হল বেদীন।

যুক্তরাজ্যের ১০টি বড় জামা'ত হলো, ওস্টার পার্ক, দ্বিতীয় মসজিদ ফযল, তৃতীয় স্থানে রয়েছে বার্মিংহাম সাউথ, চতুর্থ জিলিং হাম, পঞ্চম বার্মিংহাম ওয়েস্ট, ষষ্ঠ নিউ মর্ডেন, ৭ম গ্লাসগো, ৮ম ইসলামাবাদ, ৯ম পাটনি এবং দশম হল হেইজ। রিজিওনের দিক থেকে লন্ডন বি প্রথম স্থানে, তারপর লন্ডন এ, তারপর মিডল্যান্ডস্, নর্থ ইস্ট, মিডেলসেক্স, সাউথ লন্ডন, ইসলামাবাদ, ইষ্ট লন্ডন, নর্থ ওয়েষ্ট, হার্ডস, হার্ডফোর্ট শায়ের এবং স্কটল্যান্ড।

আমেরিকার প্রথম দশটি জামা'ত হল- প্রথম স্থানে রয়েছে সিলিকন ভ্যালী, এরপর যথাক্রমে সিয়াটল,ডেট্রয়েট, সিলভাস্প্রিং, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, ওয়েস্টার্ন, লস এঞ্জেলেস ইষ্ট, ডালাস, হিউস্টন নোর্থ এবং লওরাল।

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় এমারত হল- হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, উইযবাদেন, গ্রোসগ্রাও, মোর ফিল্ডান, ওয়াল্ডারফ। আর সামগ্রিক আদায়ের ক্ষেত্রে দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে রুইডোরমার্ক, নোয়েস, মেহেদীয়াবাদ, নিডা,ফ্রেডবার্গ, কোবলেনয্, ফ্লোরিযহায়েম, ওয়েনগার্ডেন,পেনাবার্গ আর লোঙ্গান।

আদায়ের দিক থেকে কানাডার এমারতগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ভন। এরপর যথাক্রমে ক্যালগেরী, পিস ভিলেজ, ব্রামটান, ভ্যানকুভার ও মেসিসাগা। দশটি বড় জামা'ত হল-ডারহাম, এডমিন্টন ওয়েষ্ট, সাস্কাটুন সাউথ, উইনসার, ব্রাডফোর্ড, সাস্কাটুন নর্থ, ওয়েন্টার্ন ওয়েস্ট, লাইডমিনিস্টার, এডমিন্টন ইষ্ট ও এবিডফোর্ড। আর আতফালদের ক্ষেত্রে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামা'ত হল যথাক্রমে ডারহাম, ব্রাডফোর্ড, সাস্কাটুন সাউথ, সাস্কাটুন নর্থ এবং লাইট মিনিস্টার। আর আতফালদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি এমারত হল: পিসভিলেজ, ক্যালগেরী, ভোন, ভেনকুভার, ওয়েষ্ট।

ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে প্রথমটি হল, কেরালা, দ্বিতীয় জম্মু-কাশ্মীর, এরপর যথাক্রমে তেলেঙ্গানা, কর্নাটক,তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব,উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্র।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভারতের দশটি জামা'ত হল- ক্যালিকাট, হায়দ্রাবাদ, পাথাপ্রেয়াম, কাদিয়ান, কোলকাতা,বেঙ্গালোর, কান্নুর টাউন, পেঙ্গাডী, কেরোলায়ী এবং কারুনাগাপল্লী।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি বড় জামা'তগুলো হলো- ক্যাসেল হিল, ব্রিসবেন লুগান, মার্সডেনপার্ক, ম্যালবার্ন,লাঙ্গওয়ারেন, বারবিক, প্যাজিট, প্লামটোন, ব্ল্যাক টাউন, এডলিট সাউথ এবং ক্যানবেরা। আতফালদের ক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয়ার জামাতগুলো হলো- ব্রিসবেন লুগান,প্যাজিট, ব্রিসবেন সাউথ, ম্যালবার্ন,বারবিক, এডলিট সাউথ, ম্যালবার্ন লাঙ্গওয়ারেন, প্লামটোন, ক্যাসেলহিল, মার্সডেনপার্ক, মাউন ডায়েট।

আল্লাহ্ তা'লা এইসকল আর্থিক কুরবানীকারীদের ধনসম্পদে অগণিত বরকত দিন, তাদের ঈমান এবং নিষ্ঠাতেও উন্নতি দান করুন আর প্রত্যেকে নিজেদের কথা এবং কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী হোক।

নামাযের পর আমি একটি হাযের জানাযা পড়াব যা স্নেহের আলী গাহর মুনাওয়ারের। সে শেখ ওয়াজী মুনাওয়ের সাহেবের পুত্র ছিল। ওয়াল্ডারশর্টে তারা বসবাস করতেন। গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তে নিজ

এরপর আটের পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir